PARIJAT BIKASH

IN BENGALEE

PART I

BY

JOYNARAIN BANERJEA.

পারিজাতবিকাশ ।

পূর্ব্ব খণ্ড।

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CANNING PRESS.

No. 53, BOW-BAZAR STREET.

1863.

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অসদ্ভাব হেতু এই পুস্তক লিখিত হয় নাই, আমাদিগের দেশীয় ভাষায় এপর্য্যন্ত যে বহুল গ্রন্থাবলীর অভাব লক্ষিত হইতেছে কেবল সেই অভাব দৃষ্টি কারণেই ইহা রচিত হইল। ইহা দ্বারা যদি সেই অভাবের যৎকিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তাহা হইলেই এই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্য সাধন হইল।

এই গ্রন্থ কোন আদর্শ অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই; ইহার স্থানে স্থানে প্রাচীন ভাব ও প্রাচীন প্রণালী পরিগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে পূর্ব্বখণ্ড সাধারণের নিকট সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইলে ইহার উত্তর খণ্ড প্রকাশ করা যাইবেক। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চৌধুরি মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন।

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২০, ১১ই আষাঢ়।

The subjoined is a translation of the opinions of some of the professors of Hindoo Literature offered on the merits of the work before it passed through the Press.

I have read several passages of the work named Parijat Bikash and I am of opinion that it is well written. When published it is likely to attract the attention of the reading public.

30th Bhadro.
1269 B. S.

Signed GREESH CHUNDER SURMA
Sanscrit College.

On perusing several paragraphs of the manuscript of the Parijat Bikash I find that the inventive genius of the author does no discredit to him ; and if he steadily perseveres in his plan, he will attain to further improvements.

Signed DWARKA NATH SURMA
Sanscrit College.

I have already expressed, in a separate place, my opinion on the work named Parijat Bikash. The production of such works does not only contribute to the improvement of the Vernacular Literature but furnish a ready means to the Literary students to purify their taste. What doubt there is, therefore, of its being acceptable to the Public.

Signed BHURUT CHUNDER SURMA
Professor of Hindoo LAWS.
Calcutta Sanscrit college.

On going through the whole of the work named " Parijat Bikash. I have derived boundless satisfaction. The elegance of its diction combined with the beauty of thoughts does great credit to the invention of its author. This newborn work promises to usher an able writer before the Public.

1270 B. S.
10th Ashar.

Signed GOROO DOYAL SURMA

Baboos Gunga Churn Sen and Hollodhur Chuckerbutty on Inspection of the work have expressed their approbation of it.

মলন্তিকা।

উপক্রমণিকা

অতিপূর্ব্বকালে শরাবতী নদীর পশ্চিম তীরে চন্দ্রা- দিত্য নামে মহাবল পরাক্রান্ত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন, পুষ্পবন্ত নামে অতি প্রিয়পাত্র তাঁহার এক অমাত্য ছিল।

একদা ভূপাল প্রগণ্ডাশ্বারোহিগণ ও অমাত্যসমভি- ব্যাহারে করিয়া মৃগয়ার্থে বনে গমন করিয়াছিলেন, নগর হইতে বহির্গত হইয়া শৈলবৎ, অনুপ, নদী, কান্তার প্রভৃতি নানাবিধ দুর্গম স্থান অতিক্রম করিয়া অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলে মনোমধ্যে হর্ষ ও প্রীতির সঞ্চার হয়। স্থানে স্থানে শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল, পিয়াল, বকুল, বঞ্জুলপ্রভৃতি অতি মনোহর মহীরুহ চতুর্দ্দিকে শাখা- বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে নিম্ব, লবঙ্গ, কদম্ব, জম্বু, জম্বীর, দাড়িম্ব, উড়ুম্বরপ্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ

পাদপ ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা রক্তাশোক, পলাশ, কিংশুক, কাঞ্চন, শমী, শিরীষ, শাল্মলী, করঞ্জ, কদলী, হরিতকী, বিভীতকী, কেতকী, শিংশপা, ধাত্রী, মধুপর্ণী, সপ্তচ্ছদপ্রভৃতি তরু কুসুমিত ও পল্লবিত হইয়া কাননের রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। মধুমত্ত মধুকরগণ পুষ্পপরম্পরায় উড়িয়া বসিতেছে। শাখায় শাখায় শাখামৃগ বিকটবদনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিদিগকে ভয়প্রদর্শন করাইতেছে। কোন স্থানে সিংহ, সৈরিভ, শরভ, শম্বর, রৌহিষ, খড়্গ, গোকর্ণ, মৃগ প্রভৃতি পশুগণ বনে বনে সুখে ভ্রমণ করিতেছে। কঙ্ক, কলিঙ্ক, কলবিঙ্ক, সারঙ্গ, কাদম্ব, চক্রবাক, শুক, পুণ্ডরীক, শ্যেন, বনকপোত প্রভৃতি পক্ষিজাতি তরুশাখায়, ক্ষিতিতলে বিহার করিতেছে। রাজা হর্ষিত হইয়া কহিলেন, আহা! এই সকল পক্ষিজাতির কণ্ঠস্বর কি সুমধুর! এই শকুন্তসমাকুলকলরব শ্রবণে বোধ হইতেছে বাকশক্তি রহিত বিহঙ্গমগণও মধুমাসে মদনোৎসব করিয়া থাকে।

রাজা অমাত্যের সহিত এইরূপ আলাপ করিতে করিতে বনপ্রদেশে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে সারথি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! রথ সেনানিবেশ সন্নিহিত হইয়াছে, কান্তারপথে গমন করিতে

অশ্বদিগের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, এক্ষণে কি অনুমতি হয়? রাজা দক্ষিণস্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া বল্গা মোচন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। রথের বেগ সম্বরণ হইলে রাজা, করে শরাসন, কটিদেশে সারসন ও মস্তকে শীর্ষণ্য ধারণ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। প্রাসিক, পাদাতিক, চর্ম্মিন্, যাষ্টিক প্রভৃতি শূর বীরগণ ফলক, ভিন্দিপাল, শঙ্কু, তোমর ধারণ করিয়া মহা-কোলাহল শব্দে নিবীড় গহনে প্রবেশ করিতে লাগিল।

রাজা অশ্বারোহণে এক কৃষ্ণশিশুকে লক্ষ্য করত শরসন্ধান করিয়া বেগে গমন করিতেছেন এমন সময়ে শুনিলেন, যেন কোন ব্যক্তি ব্যগ্রচিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে মহারাজ! শমীকণ্টকদ্বারা সুকোমল কমল-পত্র কর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিতেছেন! এই দুর্ব্বল প্রাণী কি আপনার তীক্ষ্ণশরের লক্ষ্য হইবার উপযুক্ত? কমলে কুলিশপাত কি সন্তাপদায়ক নহে? ইহাতে রাজা হতবুদ্ধি হইয়া সচকিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া অমাত্যকে কহিলেন, দেখ কে আমাকে এই মৃগটিকে বধ করিতে নিষেধ করিতেছে, কাহাকেও ত অবলোকন করিতেছি না, যাহা হউক. সমভিব্যাহারী লোকদিগকে ইহার অনুসন্ধান করিতে আদেশ কর আমরা এই স্থানেই

প্রত্যাদিষ্ট হইতেছি, এই বলিয়া এক তরুতলে উপবেশন করিলেন।

অমাত্য সৈন্যদিগকে ভূপাদেশ গোচর করিবামাত্র তাহারা লতামণ্ডপ, গহনতরুতল, বিশেষরূপে সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, কিন্তু মনুষ্যের অবস্থানের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। পরিশেষে ভূপালের নিকট আসিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা বিস্তর অন্বেষণ করিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু পূর্ব্বে এই স্থানে কোন তাপসের আশ্রম ছিল তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এইরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছে, এমন সময়ে এক জন সৈনিক ভূপালের সন্নিহিত হইয়া একটি শুকপক্ষী প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! এই শুকপক্ষিটি আপনাকে কুরঙ্গবধে নিষেধ করিতেছিল, বহুযত্নে ধৃত করিয়া উহাকে মহারাজের সমীপে আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করুন। রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে পক্ষিটিকে গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। অমাত্য হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

শুক ভূপালকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! অধম জাতিতে জন্মপরিগ্রহ করে বলিয়া পক্ষিমাত্রেই

মিথ্যা কহে, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। এক্ষণে নিতান্ত প্রাচীন হইয়াছি বলিয়া অরণ্যে তপস্যা করিতেছিলাম, আপনার অনুচরগণ মৃগয়ায় আসিয়া বিনা কারণে আমাকে ধরিয়া আনিল। বার্দ্ধক্যদশায় শরীর, অতিশয় শীর্ণ ও নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে, একারণ অতি অল্পেতেই মহা ক্লেশ অনুভব হয়, আপনার অনুযায়ী লোকেরা দৃঢ় লতাপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, মহারাজ! লতাবন্ধনে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, ত্বরায় মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করুন। রাজা ও অনুযায়ী লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন কি সর্ব্বনাশ অন্যচরেরা পক্ষিবেশধারী কোন্ মহাত্মা পরম পূজ্য ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া আনিয়াছে অজ্ঞানতাবশতঃ, তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করা হইয়াছে। রাজা স্বয়ং শুকের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

শুক মুক্ত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি বিপন্ন লোকদিগের প্রতিক্রিয়ার মহোপায় স্বরূপ, আপনার বাহুবলে ও অপ্রতিহত পরাক্রমে বসুমতী একচ্ছত্রা হইয়াছেন, আর কি আশীর্ব্বাদ করিব: দীর্ঘজীবী হইয়া নির্ব্বিরোধে সসাগরা ধরায়

একাধিপত্য করুন। রাজা শুকের বচন শ্রবণে হর্ষাধিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন, সাধো! অপ্রগল্ভ ও পিতৃসন্নিভ লোকদিগের আশীর্ব্বাদ দৈববাণীর ন্যায় সত্য। অদ্য আপনার দর্শনেই এই প্রশ্রিত জন চরিতার্থ হইয়াছে, যাহা হউক আপনার ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইবার কারণ কি, শুনিতে অতিশয় কৌতুক জন্মিতেছে। শুক কহিল, মহারাজ! তাহা অতি বিস্তার্ণ ক্রমে জানিতে পারিবেন শ্রবণ করুন।

মলন্তিকা।

গল্পারম্ভ।

এই সর্ব্বংসহা বসুধাপীঠে করতোয়া নামে এক অতি প্রসিদ্ধ বেগবতী নদী আছে, যে স্থানে হর পার্ব্বতীর বিলাসভবন ও দক্ষপ্রজাপতির আশ্রম অদ্যাপিও দৃষ্টি-গোচর হয়।

উহার অনতিদূরে নন্দা নামক মনোহর সরোবর আছে। নন্দা সরোবরতট অতি রমণীয় স্থান, দিবা-ভাগে মুনিকন্যাগণ নন্দা সরোবরে ভগবতী উগ্রচণ্ডার অর্চ্চনা করিয়া যান, সেই সমস্ত রক্তচন্দনানুলিপ্ত উৎ-পল সমীরণপ্রবাহদ্বারা নানাদিগে প্রবাহিত হইলে রাত্রি-কালে চন্দ্রালোকে সরোবর কুমুদময় বোধ হয়। বিবিধ কেলীপর জলচর পক্ষিগণ নিয়ত সেই স্থানে কোলাহল করে ও কোকিলের কলরবে বন উল্লাসিত হয়। পূর্ব্বে উহার নিকটে এক অতি প্রাচীন তমালতরুতলে সকল

কলাভিজ্ঞ কালত্রয়দর্শী মহর্ষি কৌশিকের আশ্রম ছিল, সেই তপোধন ত্রিদশারাধ্য সাক্ষাৎ চক্রপাণি উপেন্দ্রাবরজের অবতার স্বরূপ, দ্বৈপায়নকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। গাম্ভীর্য্যে সাগর তুল্য, প্রভাবে দ্বাদশাত্মা অর্য্যমা সদৃশ, করুণার প্রবাহ ছিলেন। শুনিয়া থাকিবেন ভগবানের মানস হইতে মন্মথ নামে তাঁহার এক কুমার জন্মে, একদা সেই নিম্ভিবংশোদ্ভব মনোভব চন্দ্রলোক হইতে তপোলোকে গমন করিতেছিলেন, মানসসরোবরের সন্নি- হিত হইয়া দেখিলেন চৈত্ররথবনে কিন্নরবালাগণ কেলি করিতেছে। কন্দর্প স্বভাবতঃ অতিশয় দুরাশয়, অনঙ্গ ও বিবশাশয় লোকের মনে কিছুতেই ঘৃণার উদয় হয় না, সুতরাং ঈদৃশ নিরুক্ত অবিষ্টদুষ্টপা কন্দর্পের অন- নুষ্ঠিত কার্য্য কি আছে? মকরকেতন মনোরম সুলগ্ন কুসুম শর লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে মুগ্ধস্বভাবা অপ্সরো- বালাদিগকে স্মরদশাভিভূত করিল।

কন্যাগণ অনঙ্গ কুসুমচাপপ্রভাবে খলিতাঙ্গী ও সুরতোন্মাদিনী করিণী প্রায় হইয়া সেই সরোবরতীরে তরুলতাসমাবেষ্টিত এক নিভৃত লতাগহনে মহাতপা শাতাতপ তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিয়া দিল। এই সূত্রে প্রমদ্বরা নাম্নী অপ্সরাগর্ভে মহর্ষি শাতা-

তপের বিলাসিনী নামে এক কন্যা উদ্ভব হয়। বিচক্ষণ তপোধন, তাপসাগ্র কৌশিকের সহ স্বীয় দুহিতার পরিণয় সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। বিলাসিনীর গর্ভে ভগবান্ কৌশিকের ললন্তিকা নামে এক কন্যা সমুৎপন্না হয়। বিদ্যাধরী, কন্যাটিকে প্রসব করিয়া তাপসের প্রতি প্রতিপালনের ভার প্রদান পূর্ব্বক স্বকাশে গমন করিল। মহর্ষি নিরতিশয় যত্ন ও স্নেহসহকারে কন্যাটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ললন্তিকা নির্ম্মলা শশিকলাপ্রায় সৌষ্ঠব ও লাবণ্যময়ী হইতে লাগিলেন।

কালক্রমে বসন্তকুসুমের ন্যায় ললন্তিকার যৌবনমঞ্জরী বিকসিত হইলে বাল্যাবস্থাসহ শৈশবসুলভ চপলতা গলিত হইল। মুখমণ্ডলরূপ আকাশমণ্ডলে লজ্জারূপ চন্দ্রমণ্ডল প্রতীয়মান হওয়াতে, দৃষ্টিরূপ চন্দ্রমারশ্মি অধস্তলশায়ী হইল। ললন্তিকার লজ্জাকুঞ্চিত ওষ্ঠাধরে হাস্যরূপ তড়িৎপুঞ্জের আবির্ভাব হইলে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাঞ্চলরূপ মেঘবিতানে দৃঢ়রূপ সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

একদা বসন্তসমাগমে দক্ষিণদিক্ হইতে অমৃতায়মান মন্দ মন্দ মলয়মারুত সঞ্চালিত হইয়া লোকের মনে কন্দর্প অনুরাগ উদ্দীপন করিয়া দিতে লাগিল। বনপুষ্প প্রস্ফুটিত ও কল্পপাদপের মঞ্জরী উদগত হইল। সহ-

কারমুকুলসৌগন্ধে ও কোকিলের কলরবে বন আকুল করিল। শিখিকলাপ তরুশাখায় বিচিত্র চন্দ্রককলাপ বিস্তার করিয়া মৃগকুলকে আকুল করিতে লাগিল। বসন্ত-বিকাশ পলাশ, সিংশপা, রক্তাশোক বিকসিত হইয়ে বনময় লোহিতরাগবিস্তার হইল, আরণ্যজন্তুগণ সশঙ্ক-চিত্তে দাবাগ্নিভ্রমে ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিল। বোধ হয় যেন মীনকেতনের নিশিত শরপাতভয়ে বাক্শক্তি-রহিত অচেতন প্রাণিগণও ব্যাকুল হইয়াছে।

এক দিবস ললন্তিকা আশ্রমসন্নিহিত রক্তাশোকপাদপ-তলে ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময়ে সখে কি কৌতু-কাবহ কাণ্ড! দেখ, ভয় প্রদর্শন করিলেও মৃগশিশুটি নিঃশঙ্কচিত্তে সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, কোনক্রমেই বাধা শুনিতেছে না। তুমি উহাকে নিরস্ত কর। কৌতুকক্রমে দূর হইতে পরিহাসচ্ছলে, সখে ঐ মুগ্ধমৃগশিশু যথার্থই শশাঙ্কঅনুসরণে ধাবিত হইয়াছে, উহাকে ভয়প্রদর্শন করান অনুচিত। এইরূপ পরিহাসসূচক আলাপ বনা-ভ্যন্তরে শ্রবণ করিলেন। ললন্তিকা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সেই দিগে নেত্রপাত করিয়া রহিলেন। অনন্তর দুই জন তপস্বীকুমার লতাবিতান হইতে বহির্গত হইলেন দে-খিতে পাইলেন। উভয়েরই সমান রূপ ও সমান বয়ঃ-

ক্রম। এক জনের হস্তে যজ্ঞীয় কুশসমিধ্ ও রাস্তদণ্ড, অন্য মুনিকুমারের বামকরে কমণ্ডলুপূর্ণ তীর্থোদক, গলে দক্ষিণাবৃত্ত, শনৈঃশনৈঃ শষ্পবীথিকায় আগমন করিতেছেন। পুরোগামী প্রথম কুমারের শান্তমূর্ত্তি ও রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বোধ হয় হিরণ্যগর্ভালয়া গায়ত্রী তাঁহার রূপগুণে বশীভূত হইয়া তপোবনবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ললন্তিকা তাঁহারই রূপলাবণ্যের পক্ষপাতিনী হইয়া বিরজা নাম্নী তাপসীকে সমীপাগতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যে! এই মুনিকুমার কে? ইনি কোন্ আশ্রমললামরত্ন? কোন্ কলাঙ্ক বা ইঁহার অপরিচিত? ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয় এরূপ বিকল, শরীর অবসন্ন ও মন এপ্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে কেন? উগ্রাধ্যায়ী তাপসী ললন্তিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া রোষ প্রকাশ পূর্ব্বককহিলেন বৎসে! এরূপ অপ্রাকৃত ও অশ্রদ্ধেয় মনশ্চাপল্য প্রকাশ করা তপস্বীবালাদিগের নিতান্ত অযোগ্য। মধ্যাহ্ন তাপমান গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় রশ্মিকণা বর্ষণ করিতেছেন, ক্ষিতিতল অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে আশ্রম কুটীরে চল। ললন্তিকা তাপসীর তিরস্কারে লজ্জিতা ও

শঙ্কিতা হইয়া শঙ্কাকুল হরিণীর ন্যায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

ললন্তিকাকে দর্শন করিয়া চন্দ্রায়ুধের মনোমধ্যে অনুরাগেরসঞ্চার হইল। অনন্তর সায়ংকালে তাপসী ললন্তিকাকে ডাকিয়া কহিলেন বৎসে! তোমাকে অকারণ তিরস্কার করিয়া অদ্য আমি অতিশয় অসুখে ছিলাম, এক্ষণে একটি কথা বলিয়া যাই বিস্মৃতা হইও না, সায়ংসন্ধ্যার্চ্চনা সমাপন করিয়া মুনিকুমারগণ আবাসতরুতলে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিবেন তুমি তাঁহাদিগের নিকটে গমন করিলে তোমায় দেখিয়া সকলে সোদর্য্যস্নেহ প্রকাশ করিবেন, তুমিও তাঁহাদিগের প্রতি সমাসোদর্য্যস্নেহ প্রকাশ করিয়া সেই অবসরে চন্দ্রায়ুধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিবে, তাহা হইলেই সেই অক্ষবলয়ী মুনিকুমারের পরিচয় জানিতে পারিবে।

অনন্তর ললন্তিকা, তাপসী যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই করিলেন। মুনিকুমারগণ ললন্তিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদবিস্ফারিতচিত্তে সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন অনন্তর কোন মুনিকুমার চন্দ্রায়ুধের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় ও ধবলাচল নামে অতি প্রসিদ্ধ দুই পর্ব্বত আছে, উহাদিগের মধ্যস্থলে বহুদূর বিস্তৃত এক দুর্গম অটবী আছে। উভয় পর্ব্বতের মধ্যগত কুহুনিশার ন্যায় সেই অটবী নিয়ত নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, উহার অভ্যন্তরে সূর্য্যের আলোক দৃশ্য হয় না। মধুমাসে বসন্তকুসুমোদগম হইতে আরম্ভ হইলে সেই গহনজাত তরুনিচয়ের শাখা বিটপ সকল পল্লবিত, পল্লব, মুকুলিত ও মুকুলকলাপ, মঞ্জরিত হইতে থাকে। এলা ও লবঙ্গলতার কুসুমসৌগন্ধে মধুলুব্ধ মধুকরগণ মধুময় কুসুম অন্বেষণে গুন্ গুনস্বরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। ঐ অটবীর দক্ষিণভাগে কৈলাসশিখরসম্ভূত প্রবাহনিবহ শৃঙ্গ হইতে পর্ব্বতকন্দরে প্রবলবেগে পতিত হইতেছে. সংগ্রামশ্রান্ত করী, করভযূথ ক্লান্ত হইয়া সেই দিকে জলপান করিতে আগমন করে, দূর হইতে দেখিলে উহাদিগকে গণ্ডশৈল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। সেই প্রস্রবণের অনতিদূরে কোন গিরিতটে সুরলোমা নামা মহাযশস্বী তেজস্বী তপস্বী তপস্যা করিতেন। মহর্ষি আজন্ম অকৃতদার হইয়া যোগসাধনেই জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাপসের তপঃপ্রভাবে তপোবনে পারিজাত মঞ্জরিত, শুষ্কলতা মুকুলিত ও বৃক্ষ সকল

ফলভরে অবনত হইয়া থাকিত, বোধ হইত যেন, পথ-শ্রান্ত পান্থিকদিগকে অভিবাদন করিতেছে।

একদা মহর্ষি গোতমী তীর্থে অবগাহনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, হিমালয়ের কাঞ্চনময় প্রস্রবণের নিকট স্বচ্ছা এক দিব্য মুক্তাহারদশনা, সস্মিতলোচনা, ইন্দু-বিনিন্দিতমুখারবিন্দা রম্ভা উর্ব্বশীসদৃশাকৃতি কামিনী তীর্থাভিমুখে আগমন করিতেছেন অবলোকন করিলেন। সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে মৈনাকদেশীয় একটি রাজকন্যা গাত্রে পরিমলান্যাঙ্গধারা মুক্তাহারগলিত প্রায় স্বেদবিন্দু নিবারণ করিতেছেন। কর্ণে কদম্বকুসুমমঞ্জরী, গলে একাবলী মালা, পরিধান বল্কবাসন প্রায় পাণ্ডুবর্ণ বল্কল দুকূল, করে লীলাকমল, ইন্দীবরপত্রমুখারবিন্দ, কণক নিন্দ-সুচিক্কণ চম্পাকলাবণ্য। দেখিলে বোধ হয় যেন বেদমাতা গায়ত্রী আপন প্রিয়পাত্রী সরস্বতীসহ ভূলোকে অবতীর্ণা হইতেছেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হইলে মহর্ষি জানিতে পারিলেন তপোবনে চৈত্ররথ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সমাগম হইয়াছে। অনন্তর সসম্ভ্রমে অবগাহন সমাপন করিয়া তীরে উপনীত হইলেন। বনদেবতা পূর্ব্বেই পাদ্য অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, ভগবান সুরলোকার সহিত হইয়া মহর্ষির অর্চ্চনা করিয়া আয়ত্তপ্রাসে

বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি রোদন সম্বরণ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অবিরল নেত্রবাষ্প নিবারণ করিতে পারিলেন না, অবশেষে অনুষঙ্গিনী ভূপালনন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বরারোহে! ইঁহার অশ্রুপাতের কারণ কিছু বুঝিতে পারিয়াছ? কোন্ দুরিত দুরাত্মা ইঁহার প্রতি অত্যাহিত প্রকাশ করিল বল? রাজপুত্রী কহিলেন, মহাভাগ! তপঃপ্রভাবে আপনার অগোচর কি আছে, অঙ্গনাজনের মন অতি বিমূঢ়, বোধশক্তি না থাকিলেও দূরদর্শী মহর্ষিজনের নিকটও প্রাগল্ভ্য প্রকাশ করিতে শঙ্কুচিত হয় না। ইঁহার বাষ্পপাতের কারণ নির্দ্দেশ করা পুনরুক্তি মাত্র, জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিতে হইল।

এই রাজকন্যা অথবা চৈত্ররথ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, একদা চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষচতুর্দ্দশীতে ত্রিদশাধিপতি সহস্রলোচনালয়ে দেবসভায় অমৃত উৎসব সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সিদ্ধত্রিদশ কিন্নর, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, গুহ্যকপ্রভৃতি স্বর্লোকমণ্ডলমণ্ডিত পুরন্দরসভামণ্ডপ চন্দ্রলোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সুরতরঙ্গিণীগণ মণি মৌক্তিকাদিজড়িতবেশভূষায় সুরসভা উজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহা-

দিগের দেহপ্রভায় কণ্ঠস্থিত নক্ষত্রমালা বিগতপ্রভা হই-য়াছে। অঙ্কে সুকুমার সুরকুমারগণ, শারদীয়শশাঙ্কঅঙ্কে কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালদিগের মোহনীয় কান্তি ও মধুরিম হাস্য দেখিয়া সকলে পুলকিত ও মুগ্ধ হইতেছেন। ইহা দেখিয়া অনপত্যতাহেতুক ইনি সীমাতি-শয় ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইয়া ঔদাস্য আশ্লিষ্ট স্বরায় রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

সম্পদ সৌভাগ্যের অনুচর, দৈবানুকূল হইলে যত্ন না করিলেও রত্ন লাভ হয়। রাজপুত্রী এইরূপ পরিচয় দিতে ছেন এমন সময়ে বনদেবতা নির্ব্বেদ প্রকাশপূর্ব্বক কহি-লেন তাত! আমি অনালোচিতপূর্ব্ব অননুভূত চিন্তায় এই তপোবনে আগমন করিয়াছিলাম, দৈবই আপনার সা-ক্ষাৎকার লাভ করাইয়া দিল। এক্ষণে দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে চন্দ্রের অনুরূপ এক কুমার প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন, হে দাবদেবি! আগামী চন্দ্র-মাসীয় শ্রীপঞ্চমীতে সমঙ্গা নদীতে কৃতাবগাহনা হইয়া ভগবান্ অনিলোচনের অর্চ্চনা করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। মহর্ষিবাক্য শ্রবণ করিয়া চৈত্ররথবনদেবতা আহ্লাদবিস্ফারিতচিত্তে মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া সকাশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কাল, পক্ষ, মাসাব্দ অতীত হইলে বনদেব-তার এক মনোহর চন্দ্রাকৃতি সুকুমার জন্মিল। একদা চৈত্ররথবনদেবতা পুত্রটি লইয়া মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি আশ্রমে নাই, অনন্তর কুমারকে সপ্তপর্ণ বনে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

তাপস আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, একটি শিশু পলাশবাটিকায় তপোবনপালিত হরিণশিশুদিগের সহিত নিঃশঙ্কচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে। অনন্তর চৈত্ররথ-বনদেবতার তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া কারুণ্যরসপরবশ হইয়া শিশুটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন চন্দ্রের অনুরূপ বলিয়া চন্দ্রায়ুধ নাম হইল।

কালক্রমে পক্ষিদিগের কুলায়ত্যাগের ন্যায় মহর্ষি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। চন্দ্রায়ুধ পিতার বি-য়োগ শোকে কাতর হইয়া মাতৃহীন হরিণশিশু ন্যায় বনে বনে রোদন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যে দিগে নেত্রপাত করেন, কেবল নিবিড় অরণ্যানী অব-লোকন করেন কাহাকেও দর্শন করা দূরে থাকুক সেই বনে মানবগণের সমাগম কচিৎ ঘটিয়া উঠে। শৈশব-কালে মাতৃ পিতৃহীন হওয়ার বাড়া যন্ত্রণা আর নাই। চন্দ্রায়ুধ জ্ঞান হওনাবধি কখন মাতার মুখাবলোকন

করেন নাই। পরমকারুণিক তাপস অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন, সুতরাং তাঁহার বিয়োগে ক্লেশ ও যন্ত্রণার আর সীমা রহিল না। ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইলে বনজন্তুদিগের স্তন্য পানে জঠরজ্বালা নির্ব্বাপিত হইত, ও রাত্রিকালে তরুতলে শয়ন করিয়া শোকাশ্রুপাত করিতেন।

হায়, যে সুকুমারকলেবর শিশু সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী শুভকারিণী জননীর স্নেহময়সুকোমল অঙ্কে সংরক্ষিত হইয়াও সহস্র আপদে অভিভূত হয়, ঈদৃশ সুকুমার শিশুর পক্ষে নিরাশ্রয়তা ও অরণ্য বাস কি ভয়ানক ও অবসান বিরস। রাত্রিকালে যে সময়ে মহিষ, গণ্ডার, প্রভৃতি হিংস্র বন্য জন্তুগণ ভয়ঙ্কররবে গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইয়া মৃগবরাহের প্রাণ বিনষ্ট করিতে থাকে, তাহাদিগের গম্ভীর চীৎকার শ্রবণশঙ্কায় চন্দ্রামুখের আনুশুষ্ক ও প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। তৎকালে বাঁচিবার কোন উপায় না দেখিয়া বাষ্পাকুললোচনে লতাব্যবধানে প্রচ্ছন্নভাবে নিস্তব্ধ হইয়া সেই দিগে কর্ণপাত করিয়া থাকেন। প্রায় এই রূপেই নিশা অতিবাহিত হয়। যখন নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়া বিলাপ করিতেন, অনুকুলস্নেহবৎসলা বনদেবতাগণ নিকটে আসিয়া সান্ত্বনা

করিতেন। তাঁহাদিগের দর্শনে আহ্লাদের আর সীমা থাকিত না, যৎকালে বনদেবতাগণ চন্দ্রায়ুধের দর্শন-পথের অতীত হইতেন, অনিমিষলোচনে সেই দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন। এই রূপে কিছু দিন গত হইলে, একদা ঘোরতর ঘনঘটায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রাবৃট্‌কাল উপস্থিত হইল। বনের অভ্যন্তর যমের আবাসের ন্যায় নিবিড় তিমিরজালে আচ্ছন্ন হইল দিবসে রজনী ভ্রম ও অনবরত সহস্রধারায় বারিধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল, বজ্রাঘাত ও মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ভয়ানক আলোকে দুর্দ্দিনান্ধের অবধি রহিল না। শূন্যে মেঘগর্জ্জন, ও তরু পল্লবে করকাপাত, উভয়ই অতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিল, উদগাঢ়ঝটিকায় বৃক্ষের শাখা সকল ভগ্ন হইতে লাগিল বজ্রপাতের গম্ভীর গর্জ্জনে ও ঝড় বৃষ্টির শাঁ শাঁ শব্দে সন্নিহিত নির্ঝরপতনশব্দও শ্রুতিগোচর হয় না। চন্দ্রায়ুধ এই বিষম সঙ্কটে শঙ্কিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া তরুতল আশ্রয় করিয়া অতি কষ্টে বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ষাকাল অতীত হইলে ক্রমে হেমন্তকাল উপস্থিত হইল; এই সময়ে প্রভাত ও অপরাহ্ণ উভয় কালেই দিঙ্মণ্ডল বাষ্পরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া পথিবীর দৃষ্টিপথ অব-

রোধ করিল, পবনপ্রবাহিতপরিমলসম্পৃক্ত হইয়া হিম-শীকর বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইলে, বোধ হইল যেন হেমন্ত-রাজ অমৃতবর্ষণসহ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের তেজঃ অতিশয় রমণীয় হইয়া উঠিল, কেবল এই কালেই দুষ্ট হেমন্ত নলিনীর সহ দিনমণির বিষম বিরোধ উপস্থিত করিয়া দিল। চন্দ্রায়ুধ অতিকষ্টে হেমন্তকাল অতিবাহিত করিলেন।

হেমন্ত ঋতু অতীত হইলে, ক্রমে নিদাঘকাল উপস্থিত। নিদাঘকালিক মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; জলাশয়ের জল শুষ্ক হইল। ক্ষিতিতল উত্তপ্ত, জীবগণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চারিদিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিল। পক্ষিগণ নীরব হইয়া প্রচ্ছায় বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে, চন্দ্রায়ুধ তরুমূলে বসিয়া পক্ষিদিগের মুখভ্রষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছেন; ভগবান্ বিরূপ হইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এই সময়ে দিগবলয় দগ্ধ করিয়া ব্যোম-স্পর্শী মুর্ত্তিমান মৃত্যুর স্বরূপ দাবদহন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ মহা কলরব করিয়া দিগ্দিগন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। হুতাশনের প্রচণ্ড উত্তাপে অনুৎপন্নপক্ষ, পক্ষিশাবক দেখিতে দেখিতে দগ্ধ হইয়া গেল, অন্যান্য বন্যজন্তুগণ ভয়ে আকুল হইল, বিহঙ্গম-

দিগের কলরবে অরণ্যানী অতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠিল। অনিলের অনুকূলতায়, রৌদ্রের সহকারিতায় হুতাশন ভীষণ কালান্তকের ন্যায় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। দাবাগ্নিবাষ্পরাশি গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দাবদাহ নিহত নানাবিধ জীবগণের আমগন্ধে বন দুর্গন্ধপূর্ণ হইল।

প্রথমতঃ হুতাশনদর্শনে চন্দ্রায়ুধের মনে ত্রাসের আবির্ভাব হইয়াছিল কিন্তু শোকসন্তপ্ত জীবনের প্রতি কাহারও মমতা বা স্পৃহা থাকে না। চন্দ্রায়ুধের আ-জন্মকাল ক্লেশ ও যন্ত্রণায় হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল এক্ষণে জীবনের প্রতি এককালে ঔদাস্য উপস্থিত ও তিতিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইল। অতি শোকাবেগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, রে দুশ্চেষ্ট জীবন! আমাকে আর অনুতাপিত করিতে পারিবি না, শীঘ্র আমাকে পরিত্যাগ কর, নতুবা এই প্রচণ্ড হুতাশনে তোরে দগ্ধ করি। এই বলিয়া অন-লের সন্নিহিত হইতেছেন এমন সময় এক জন তাপস ত্বরিতোদিত বচনে নিবারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তিষ্ঠ, আর শঙ্কা নাই। চন্দ্রায়ুধ মহর্ষির অমৃতরসাভি-ষিক্ত স্নেহময় বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন জীবাত্মা তাপসকে আপনার দুরবস্থার পরিচয় দিবার নিমিত্ত

চন্দ্রায়ুধের দেহ হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিল। অনন্তর মহর্ষি চন্দ্রায়ুধকে আশ্রমে লইয়া গমন করিলেন।

এইরূপে তাপসকুমার চন্দ্রায়ুধের বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া কহিলেন, ললন্তিকে! সেই তাপসের নাম পাঞ্চজন্য; চন্দ্রায়ুধ তাহার নিকট অবস্থিতি করিতেছেন। ক্রমে রজনী ঘোর হইতে লাগিল দেখিয়া সকলে আশ্রমকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

একদা চন্দ্রায়ুধ আপন সহচর বসন্তকের সমভিব্যাহারে চৈত্ররথবনে গমন করিতেছিলেন, বনের মধ্যে এক মনোহর বিচিত্র লতান্তরালে উপস্থিত হইয়া বয়স্যকে কহিলেন, দেখ এই প্রচ্ছায় কল্পপাদপের তল কি সুশীতল ও রমণীয়! সহকারমুকুলসৌগন্ধে এই স্থান আমোদিত করিয়াছে। পথশ্রান্তে কলেবর ভারাক্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে; এই তরুমূলেই অবস্থিতি করিয়া আতপতাপজনিত শ্রান্তি দূর করি। বসন্তক কহিলেন, সখে! চৈত্ররথ অরণ্য এস্থান হইতে বহুদূর হইবে, অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবে না। এই বলিয়া উভয়ে সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে সহসা চন্দ্রায়ুধের কলেবর রোমাঞ্চ ও তৎসঙ্গে নবাঙ্কুরিত পূর্ব্বরাগের লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে

লক্ষিত হইতে লাগিল। বসন্তক, চন্দ্রায়ুধের মনোমধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে অবগত হইয়া কহিলেন, সখে অদ্য তোমার এরূপ হইল কেন বল? চন্দ্রালোকে সরোবর শুষ্ক হইবে, বায়ুর আঘাতে সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাণ হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর। এই আশ্চর্য্য বসন্তবল্লরীগণ কুসুমিত ও কল্পপাদপের মুকুল উদ্গত হইয়াছে, সহকারপরিমলসৌগন্ধে কোকিলের কলরবে ও চারিদিক পুলকিত করিয়াছে। এই সকল দর্শনে কাহার শরীর রোমাঞ্চ না হয়? কি আশ্চর্য্য! সংসিদ্ধিবিরুদ্ধ না হইলেও এই মহীরুহোদগত মুকুলমঞ্জরী, ঐ সকল পল্লবলপঙ্কজবন কি নিমিত্ত তোমার দর্শনআনন্দকর হইতেছে না? চন্দ্রায়ুধ কহিলেন বয়স্য! যথার্থই এই রূপ ঘটিয়াছে মুনিজনোচিত এই পলাশদণ্ড, মৃগাজীন, জটা, বল্কল দুঃখের ভার ও যন্ত্রণার হেতু বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বসন্তক কহিলেন সখে! আমরা অরণ্যচারী তপস্বী, তপস্যাই আমাদিগের সম্পদ ও শ্রেয়ঃ এবং অপবর্গলাভের উপায়, এই অরণ্য সমবায় আমাদিগের প্রিয়আশ্রয়। এই সকল মহীরুহতলে ফল ও মৃণাল ভক্ষণে, ঐ ভার্গবআশ্রমস্থলীয় দীর্ঘিকায় জলপান করিয়া মধ্যাহ্নকাল সুখে অতিবাহিত হয়। এই সকল

রক্তাশোক, পলাশ, কাঞ্চন তরুতলে, মুনিকন্যাগণ এন, ঋষ্য, শরভদিগের সহিত ক্রীড়া করেন, দেখিলে চিত্ত পুলকিত হয়। ঈদৃশ শান্তরসপূর্ণ তপোবনে কে তোমার চিত্তকে ব্যাকুল করিল?

এই রূপে উভয়ে সংলাপ করিতেছে এমন সময়, আর্যে! সমীরণভ্রষ্ট শিংসপা কুসুমে পথ কুদুমময় অনুভব হইতেছে, বোধ হয় এই বনের মধ্য দিয়া কোন পরমপূজ্য তাপস গমন করিয়াছিলেন, বনপাদপগণ তাঁহারই অর্চনা করিয়া থাকিবে, এ সকল সেই সমস্ত নির্ম্মাল্য কুসুম! সাবধানে পদবিক্ষেপ কর, দেখ যেন পাদতলস্পর্শ না হয়। এবম্বিধ আলাপ শ্রুতিগোচর হইল। চন্দ্রায়ুধ, বনের অভ্যন্তরে কে আলাপ করিতেছে জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন।

ললন্তিকা আর্য্যা কৌমোদকীর সহ আলাপ করিতে করিতে বনাভ্যন্তর হইতে বহির্গতা হইলেন। বসন্তকালে চন্দ্রবল্লরী লতিকার কিশলয় নির্গম হইলে, বনের যে রূপ শোভা হয়, ললন্তিকা বনবিতানের অভ্যন্তর হইতে বিকশিতা হইলে, সেই স্থান তদ্রূপপ্রায় পরিশোভিত হইল। চন্দ্রায়ুধ ললন্তিকাকে প্রথমতঃ রক্তাশোক তরু

তঙ্কে দর্শনাবধি তাঁহার মনোমধ্যে অনুরাগ সঞ্চার হইয়া- ছিল, এক্ষণে দর্শনীয় বস্তু বিলোকনে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বসন্তককে কহিলেন, সখে! শশধরকে আর সুধার আধার বলিতে পারিনে না, যেহেতু তাহাতে বিরহবহ্নি প্রচ্ছন্ন- ভাবে অবস্থিতি করে; বাগেদবীর বদনমণ্ডল অমৃতের আলয়, ইহাও অতি অযোগ্য; যেহেতুক তাহা হইতেও কখন কখন কালকূট উৎপন্ন হয়; জলনিধিগন্ত অমূল্য মণির আকর, ইহা অপেক্ষা অলীক প্রলাপ আর কি আছে? যে হেতুক অতলস্পর্শ অগাধজলানধির মধ্যে সমাদর কোথায়? যাহার আদর নাই তাহাকে বহু মূল্য আরোপ করা অলীক মাত্র। বসন্তক ঈষৎ হাস্যে বলি- লেন বয়স্য! একথা কহিতেছ কেন? চন্দ্রমুখ কহিলেন, দেখ দেখি, এই দৈবনির্ম্মাণনির্ম্মিত তাপসবেশবল্কল- ধারিণী তাপসীর বদনমণ্ডলে কুমুদ, কুবলয়, চন্দ্রমার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে কি না? ঈদৃশ শিরীষ কুসুমসুকুমার দেহে চন্দনবিলেপন ও বনমালা ভিন্ন কি ভস্মাক্ষমালা শোভনীয় হইতে পারে, এরূপ কামিনী কি তাপসকুলের যোগ্য? বসন্তক কহিলেন, সখে! কণ্টক বনেই চন্দন পাদপের উদ্ভব হয়, অঙ্গনাজনের মাধুর্য্য দিবাকর কিরণের ন্যায় বিনালঙ্কৃত দেহকেও অলঙ্কৃত করে।

চন্দ্রায়ুধ অনিমিষলোচনে ললন্তিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখে! এই অনঙ্গমোহিনী তপস্বিনীকে বারম্বার নেত্রগোচর করিয়া সৌহিত্যলাভ হইতেছে না, যতবার নিরীক্ষণ করি ততই মনোমধ্যে নব নব প্রীতি অনুভব হইতেছে, অথবা পীযূষ আস্বাদনে কি ক্ষুধা নিবারণ হয় না? যাহাহউক ইহাকে দর্শনপথের লক্ষ্য করাতে দুশ্চেষ্ট মন্মথ অলক্ষিতরূপে মনোমধ্যে প্রণয়অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দিতেছে। সুমন্তুক রোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সখে! ঐ দুরাচার পাপ অনঙ্গ, যদি ভোগবিলাস বিরত, আর্য্যধর্ম্মনিরত, কাশীকুমারের প্রতি অপবর্গ-বিগর্হিত, অন্যায়চেষ্টায় আক্রান্তি করিবার জন্য কুসুমশর বর্ষণ করে, নিশ্চয় বলিতেছি ইহার সমুচিত প্রতিকার করিব

অনন্তর, ললন্তিকা ক্রমে ইঁহাদিগের দর্শনপথের অদৃশ্য হইলেন। চন্দ্রায়ুধ অতি কষ্টে সেই দিক্ হইতে নয়নকে আকৃষ্ট করিয়া, অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ক্রমে অনঙ্গবিকার উভয়েরই মনোমধ্যে গাঢ় সঞ্চার হইল।

একদা অপরাহ্ণে ললন্তিকা মুনিকন্যাগণ সমভিব্যাহারে সরোবরে অবগাহন মানসে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,

স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া তীরোত্থিত হইলেন। অনুষঙ্গিণী মুনিকন্যাগণ অগ্রে চলিলেন। নলিনিকা আর্দ্র বল্কল পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাবিকাশকুসুমচয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রিয়সহচরী উটজা আসিয়া কহিল। সখি তোমাকে দেখিতে আসিতেছিলাম পথিমধ্যে একটা রহস্যসূচক ব্যাপার লক্ষিত হইয়াছিল স্মরণ কর।

আমি ভগবতের নিকট বিদায় লইয়া, সে দিবস মধ্যাহ্নে আসিতেছিলাম কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দেখিলাম, এক অক্ষবলয়ী মুনিকুমার, আপন প্রিয় সহচর বয়স্যের সহিত আসিতেছেন; তাঁহার তুল্য রূপবান কোথাও দেখি নাই, যেন, প্রভাতকালের অরুণের ন্যায় দীপ্তি বিশিষ্ট ও যেন সাযুজ্য, মস্তকে জটাভার, বামস্কন্ধে দক্ষিণাহস্ত, ভুজমূলাবলম্বিত মৃগাজিন, দক্ষিণ করে পলাশদণ্ড, কর্ণে অমলমঞ্জরী, এক প্রচ্ছায়পলাশ তরুতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

মধুমাসসমাগমে বসন্তের যেরূপ প্রতাপ হয়, দক্ষিণানিলেরও সেইরূপ প্রভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে, চম্পক মালতীপরিমলমোদগন্ধে ও মলয়মারুতের সুখস্পর্শ হিল্লোলে সেই স্থান উন্মাদিত করিতে লাগিল। জন-

ঙ্গের নিশিত শরপাতের লক্ষ্য হইলে লজ্জা, ভয়, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য কিছুই থাকে না। সেই শান্ত প্রকৃতি মুনি কুমার, তরুতলে উপবেশন করিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন, সখে! আমাকে আর কোথা লইয়া যাইবে বল? আমার শরীর রিগুণ ভার বোধ হইতেছে, আর এক পদও গমন করি, এমন সামর্থ্য নাই; দেখিতেছ না অনঙ্গউপতাপে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। এই মুনি-জনোচিত পলাশদণ্ড কমণ্ডলু দুঃখের ভার, যন্ত্রণার হেতু, বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই অনঙ্গমোহিনী তাপস-বালার প্রণয়পথবর্ত্তী হওনাবধি জীবনেও আর স্পৃহা নাই। তাঁহার সহচর, বয়স্যের এতাদৃশ তপস্যাবিরুদ্ধ ভাবোদয় দর্শনে, বিস্ময়াপন্ন হইয়া সুনৃতভাষিত বচনে কহিলেন, সখে দিবসে দীপালোক অপ্রয়োজনীয় হইলেও আমি তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, ইহাতে আমার বাক্যের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিও না। দুরিত কন্দর্পের দুরভিসন্ধি দেবতারাও অবগত নহেন তপঃস্বভাব, গাম্ভীর্য্য-শালী মুনিকুমারকে স্মরদশাভিভূত করিয়া লোকের নিকট অবজ্ঞাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সখে কি আশ্চর্য্য! বিশুদ্ধ শান্তচিত্তকে অনঙ্গবিলাসের অনুরক্ত করিয়া নির্ব্বাণ অনলকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেছ? যত্ন

পূর্ব্বক অমৃতময়পাত্রে কটু কষায় ক্লেদপূর্ণ রস সিঞ্চন ও উন্নত তরুমূলোচ্ছেদ করা কি বুদ্ধিমান ও গাম্ভীর্য্য-শালী লোকের কর্ত্তব্য? যাহা হলাহল বলিয়া বিশ্বাস করিতে, অমৃত বলিয়া তাহাই পান করিতে সমুৎসুক হই-য়াছ, প্রজ্জ্বলিত অনলাম্বুধিতে অবগাহন করিলে কি শীত-লানুভব ও শান্তিলাভ হয়? উদকাঞ্জলিসহ কি লজ্জাকে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে মানস করিয়াছ? অক্ষমালাভ্রমে কালসর্প গলে ধারণ করিতেছ? মুনিগণোচিত ভস্ম বিলেপনভ্রমে মুখে কলঙ্কধারণ করিতেছ? ঈশ্বরের আরা-ধনাভ্রমে কাহার আরাধনা করিতেছ? দেবকেলেচনভ্রমে অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছ? হোমবেদিকায় প্রদক্ষিণ না করিয়া অপথে পদার্পণ করিতেছ? কদাচিৎ আদিষ্ট না হইলেও এ কুশিক্ষায় কে তোমাকে শিক্ষিত করিল? দেব পাঞ্চজন্য এ কথা শ্রবণ করিলেই বা কি মনে করিবেন? সতীর্থ মুনিকুমারেরাই বা কি বলিবেন? অনঙ্গপরবশ লোকদিগের লোকাপবাদের ভয় নাই তাহা সত্য। এই রূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় চন্দ্রায়ুধের নেত্র হইতে অশ্রুবারি নির্গত হইতে লাগিল। বসন্তক সখেদ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, সখে কণ্টকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করিতে আমি কোন মতেই উপদেশ প্রদান করিতে

সেই পত্র চৈত্ররথ বনদেবতা শতাম্বরীকে লিখিয়াছিলেন, শতাম্বরী তাঁহার অতি প্রিয়পাত্রী ও মহর্ষি লামজ্ঞকের দুহিতা, ললন্তিকা শতাম্বরীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; কোন কারণবশতঃ তাহা ললন্তিকাকে প্রদান করিতে বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। পরিবাদিনী উক্ত আশ্রম প্রাদেশো-পীঠিকায় প্রাপ্ত হইয়া ললন্তিকার করে সমর্পণ করিয়া-ছিলেন।

ললন্তিকা পত্রিকা পাঠ করিয়া অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্ব-চনীয় আহ্লাদরসে অমৃতময় সরোবরনীরে নীত হইলেন। সর্বাঙ্গে স্ফূর্ত্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। চন্দ্রা-যুধের পাণিগ্রহণে ললন্তিকার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ললন্তিকা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে ভগবান্ কৌশিক কাঞ্চন-স্থানকে তপস্যায় প্রস্থান করিলে, ললন্তিকা অবগাহনার্থ নন্দা সরোবরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, চন্দ্রায়ুধ কুসুমায়ুধের তেজিত কুসুমশরপাতে অধৈর্য্য হইয়া বাষ্প-প্রবাহিত নেত্রে ললন্তিকার আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে একটী আশ্রমপালিত মৃগ-শিশুকে দর্শন করিয়া কারুণ্যরসার্দ্র চন্দ্রায়ুধ, সুখস্পর্শ মৃগশিশুটীকে নির্ভর স্নেহভারে আশ্লেষ পূর্ব্বক স্পর্শ-

সুখানুভব করিতেছিলেন, ললন্তিকা সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন।

মৃগ স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, ললন্তিকাকে দর্শন করিয়া সহর্ষে এক নবনবাঙ্কুরিত মালতী উদ্যানে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ললন্তিকা ভ্রূকুটি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আঃ দুর্ব্বৃত্ত! স্বকরলালিত নবজাত উদ্যানতরু সকলই নষ্ট করিলি! ভীরুস্বভাব মৃগশিশু, ইহা শুনিবামাত্র ক্রীড়া হইতে নিরস্ত হইল। চন্দ্রায়ুধ ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, প্রিয়ে তরলহৃদয়ে! এক দ্রব্যাভিলাষী মাত্রেই ঈর্ষ্যা সম্পন্ন হয়, সেই অসূয়াবুদ্ধিতেই ত্বদীয় মৃগ তব স্নেহলালিত আশ্রম-তরু বিনষ্ট করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। ভূমি সূর্য্যের কর গ্রহণে পুষ্ট হয়, সরোজিনীও রবিকিরণে প্রফুল্লিতা হয়। এক দ্রব্যাভিলাষীমাত্রেই এরূপ রোষধর্ম্মাক্রান্ত নহি। নীকে বারিশূন্য পাইলেই ভূমি তাহাকে হতসৌন্দর্য্য করে। অধিক অনুরাগের স্থল হইতেই অধিক বিরাগ জন্মি-বার সম্ভাবনা; এই আশঙ্কায় নলিনী দিনমণির অনল সমান প্রচণ্ড আতপতাপে সন্তাপিত হইয়াও কখন অনুতাপ ব্যক্ত করে না। অতি কষ্টকর হইলেও কুমুদিনীর অনুরোধ-ক্রমে তারাপতি চন্দ্র, সমস্ত রাত্র নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বর্ষার দুর্ব্বিসহতায় বিরক্ত হইয়াও ময়ূরী কি

মেঘ দেখিয়া অনুল্লাস প্রকাশ করে? চন্দ্রায়ুধের বচনকৌশল ললন্তিকার পক্ষে বর্ষাকালে মেঘোদয় ও বসন্তকালে মলয়সমীরণসঞ্চালন প্রায় ভয় উদ্দীপন করিয়া দিল। কিন্তু স্ত্রীগণের সংলাপবিরুদ্ধ অসম্বন্ধ জনের সহ সহসা বাক্যালাপ করিতে তাঁহার হৃদয় শঙ্কিত ও কম্পিত হইতে লাগিল।

মনোমধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইলে আজন্ম অপরিচিত ব্যক্তিও চিরপরিচিতের ন্যায় পরম প্রণয়াস্পদ হইয়া উঠে। তখন আর আত্মা পর বিবেচনা থাকে না, সুতরাং উত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখী হইতে না পারিয়া কহিলেন, বিকাশিন্‌। কুমুদ্বতীর প্রতি চন্দ্রের এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে কে বলে? চন্দ্র অতি নির্লজ্জ। ইহা কহিয়া লজ্জাভরে লজ্জাবতী নম্রমুখী হইলেন, অঙ্কুরিত প্রণয়ানুরাগ উভয়েরই অন্তরে অলক্ষিত রূপে উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর চন্দ্রায়ুধ ললন্তিকার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রস্থানকালে কহিতে লাগিলেন, মহর্ষির অজ্ঞাতে ললন্তিকার পাণিগ্রহণ করিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সকল দুষ্কৃতাদর্শী সর্ব্বাপদসঙ্কুল তাপসের কোপে না পড়িতে হয়। বুঝিলাম তপোবনেও কন্দর্পের অধিকার আছে।

ক্রমে বেলা প্রায় অবসান হইল। কমলিনীপ্রিয়,

বান্ধব নভোমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলশায়ী হইলেন, রৌদ্রের আর সেরূপ প্রভাব রহিল না। বনস্থলীয় তরু-শিখর শোভাময়, পর্ব্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনরশ্মিময়, পশ্চিমদিক্‌ভাগ লোহিতময় হইল। তাপসগণ দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া হস্ত পদ প্রক্ষালনার্থ আশ্রমসন্নিহিত তারাতীর্থে অবতীর্ণ হইলেন। আশ্রমপাদপগণে সন্ধ্যারাগপ্রকটিত হইলে, বোধ হইল; মুনিজনেরা অবগাহনান্তে তরুশাখায় যে লোহিত আর্দ্র বস্ত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার লোহিত রাগেই সূর্য্যমণ্ডল দিঙ্মণ্ডল সহ, কুমারী তাপসীগণের আরক্ত অধরমণ্ডল সহ লোহিতময় হইল। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত। অস্তাচলে কমলনাথ, তরু-শাখায় পক্ষিদিগের নয়নপল্লব, সরোবরে নলিনী মুদিত হইল। এই সময়ে আশ্রমপ্রদেশ হইতে তপোবনাধিপের এক প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব, অনালোচিতপূর্ব্ব মনোহর সঙ্গীতরব আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে বোধ হইল যেন বনাধিপের পাদোত্থিত রজো-রাশি গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। বিহঙ্গগণ তমোরূপ নিষাদ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া বৃক্ষ-কোটরে, পল্লবের অন্তরালে, নিহিতভাবে নিঃস্তব্ধ হইল। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে হোমহুতাশন নির্ব্বীয়মাণ হইল।

তাপসগণ কৃতপ্রাণায়াম হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের নাসারন্ধ্র হইতে নিঃসৃত হইয়াই যেন সন্ধ্যাসমীরণ আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

ললন্তিকা যে কুসুমমালিকা ও মৃণাল লইয়া প্রণয়ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত, আশ্রমপ্রাদেশপীঠিকায় নিক্ষিপ্ত ছিল; মহর্ষি সায়ংকালে আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, "চন্দ্রমৌলির" শিরোদেশ হইতে চন্দ্রকলা অপহৃত হইয়াছে। অনন্তর রোষভরে রে দুষ্কৃতাশয় চন্দ্রায়ুধ আমার অনুপস্থিতকাল কি তোর অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় হইল, এই বলিয়া ললন্তিকা ও চন্দ্রায়ুধকে অভিসম্পাত করিলেন। ললন্তিকা সাশ্রুপূর্ণনেত্রে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষির মনোমধ্যে স্নেহের আবির্ভাব হওয়াতে ললন্তিকা যে "মার্কণ্ডের" প্রখর কোপে দগ্ধ হইতেছিলেন আবার তাহা হইতেই শান্তিসলিল নিঃসৃত হইল। সমীরণে কমলগন্ধ যেরূপ অপহৃত হয়, সেইরূপ ললন্তিকার জীবন অদৃশ্য হইল।

শুক ললন্তিকার বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন, মন্দর পর্ব্বতে অশ্বমন্ত নামে গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতি ছিলেন। আমি তাঁহার অপত্য, আমার

নাম চণ্ডকৌপীন। সায়ংকালে যেরূপ ভূমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ যৌবনকাল উদিত হওয়াতে আমার অন্তঃকরণে মনোবিলাসের সঞ্চার হইতে লাগিল।

একদা বসন্তসায়ংকালে চন্দনাদ্রি গিরিকূটে বসিয়া আছি; এই কালে আকাশগামিনী পারিজাতমালা দ্বারা শোভিতা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী শ্রীর অনহারিণী এক অপ্সরাকে দেখিলাম; যৌবনকালের উদ্ধত স্বভাব জন্য অন্তঃকরণে মনোবিলাসের আবির্ভাব হইল। তৎকালে এই সুন্দরী কে? কোথায় গমন করিতেছে? দেখিতে হইল। ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে চলিলাম। বহুদূর গমন করিয়া, আকাশে বহুযোজন বিস্তৃত এক অতি মনোহর ভবন দৃষ্ট হইল। অপ্সরা সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে আমি এরূপ চৈতন্যশূন্য হইয়াছিলাম, কন্যাটিকে সভায় দেখিবামাত্র অবাধে তাহার নিকট স্বীয় মনোবিলাস ব্যক্ত করিলাম। আমার সেই উক্তি শ্রবণমাত্রে দুঃখের অবশ্যম্ভাবিতা ও উহার হেতুভূত "তির্য্যগ্‌জাতিতে পতন হও" এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইল, পরে তাহাই ঘটিয়া উঠিল।

আমি পক্ষিবেশে বহু দিন ললন্তিকার আশ্রমে ছিলাম একদা মহর্ষি আমার আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমাকে

শুনাইয়াছিলেন ; তাহাতেই আমার জন্মান্তরীণ সকল বিষয় স্পষ্টরূপ মনে পড়ে, সুতরাং পরিজনদিগের নিমিত্ত বিষম কষ্ট বোধ হইত, ইতি মধ্যে ললান্তিকার মৃত্যু আরও দুঃখ-দায়ক হইয়া উঠিল। পরিশেষে অন্তঃকরণে বৈরাগ্যোদয় হইল। অনন্তর মহারাজ! ললান্তিকার আশ্রম হইতে প্রস্থান করিয়া গণ্ডকীতীর্থে মহর্ষি শ্বেতকেশরের আশ্রমে আসিয়া রহিলাম। পুষ্কর নামে তাঁহার তনয় ছিলেন, তাঁহার সহ অতিশয় সৌহার্দ্দভাব জন্মিল।

একদা রোহিণীপতি চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, কুমুদবন মুদিত ও সূর্য্যোদয়ের ন্যায় কমলবন প্রস্ফুটিত হইল। পারিজাত কুসুম বিকসিত হইলে নন্দন বনের যে প্রকার শোভা হয়, নবোদিত অংশুমালীর অরুণকিরণে পূর্ব্বদিক সেই প্রকার অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। হংস, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ কল কল রবে, সরোবর উদ্দেশে ধাবিত হইল। বিবিধ বিকসিত কুসুমসৌগন্ধে তপোবন আমোদিত করিল। মালতীগন্ধ সুরভিত-শীকর সুশীতল প্রাভাতিক সমীরণ অনতিদূরবর্ত্তিনী বিরজানদীকূলে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। মধুলিহ মধুকরগণ প্রফুল্ল কমলে গুন্ গুন্ স্বরে মধু পান করিতে লাগিল। কুমুদরূপ নেত্রে তারকারূপ তারামণ্ডল বিকসিত

হইলে, সরসীর অপূর্ব্ব শোভা হইল। বোধ হইল যেন দিবসবান্ধবকে অবলোকন করিবার জন্য কমলিনীগণ ঊর্দ্ধে নয়নপাত করিতেছে। কমলিনীর অনুরাগান্ধ হইয়া, আরক্ত পরাগে আলিপ্ত লম্পট ষট্পদ, কুমুদ হইতে বহির্গত হইয়া আসিতেছে, বোধ হইল যেন, কন্তু-রীকে নীলকান্ত মণি বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দিনকর দীধিতি পর্ব্বতশৃঙ্গে, তমালতরুশিখরে, প্রকাশ পাইলে, বিদিত হইল ভগবান্ ভাস্কর উদয়াচলে আরোহণ করিলেন, চক্রবাকমিথুন, নিশাবসানে প্রিয়বান্ধবের মুখাব-লোকন করিয়া আহ্লাদ গদগদচিত্তে ভক্তিভাবপূর্ব্বক উদ্গীরবাক হইল। পক্ষিগণ বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে ভূতলে অবতরণ করিল।

প্রভাতে মহর্ষি দেবতীর্থারণে মুনিকুমারদিগকে ক্রিয়া-যোগসারের ফল শ্রবণ করাইয়া, পলাশাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, নিকটে শ্রোত্রীয় শিষ্যগণ ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, এই কালে বিশঙ্কুশ নামে মুনিকুমার আশ্রমে উপনীত হইলেন, তাঁহার শোকাশ্রুসলিলবিগলিতবিলাপ-ধারা ও আরক্তলোচন অবলোকন করিয়া, তাপসগণ নানাবিধ দুর্দ্দৈব আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। বিশঙ্কুশ ক্রমে মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া ভূতলাবনত প্রণত হইয়া

অশ্রুপাতপূর্ব্বক কহিলেন ব্রহ্মন্! এই ভূতকল্পিত ভূমণ্ডল মধ্যে স্বপ্নায়িতের ন্যায় শত শত অদ্ভুতকল্প, অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষগোচর হয়, যাহা মানবনিকরের বুদ্ধি ও চিন্তার অগোচর। অদ্য আমি হিমালয় পর্ব্বতে শ্বেতবীথিকার মহর্ষি ভারবীর সহ সাক্ষাৎ করিয়া সরস্বতী তীর্থের নিকট দিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম, দেখিলাম, চন্দ্রার্ক মূর্ত্তি, দিব্যাকৃতি, কতিপয় পরম সুরূপা সসম্ভ্রমা কামিনী, ডমরু, ডিণ্ডিম, ঝর্ঝর, মর্দ্দল, গোমুখ, ছড়ক, শঙ্খ, পটহ প্রভৃতি বাদ্যসহকারে আনন্দসূচক সঙ্গীত করিতে করিতে নভোমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতেছেন। তাঁহাদিগের অঙ্গসৌকুমার্য্য দর্শনে বোধ হইল, চন্দ্রমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে বিগলিত হইতেছে, সেই অমৃতনিস্যন্দ সঙ্গীত শ্রবণে পুলকিত হইয়া কহিলাম কি অলৌকিক সঙ্গীতরাগশিক্ষা! কিবা কোকিলকণ্ঠ অনুপম স্বরযোজনা! যাঁহারা সঙ্গীত করিতেছেন, বোধ হয় নভোনিবাসসিদ্ধ, অথবা গন্ধর্ব্বলোক হইবেন, সামান্য জনে কি মুনিজনের মন মুগ্ধ করিতে পারে? অনলের শিখা কি অধোগামি হইয়া থাকে।

একান্তমনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি। ইহার অব্যবহিত কালমধ্যে, দেখিলাম, অপ্সরলোকের সন্নিহিত কৈরাতা-

চলের পুরোভাগস্থিত অরণ্যমধ্য হইতে দিব্যলোক-সম্ভবা, কি দেবদুহিতা, কি গুহ্যককুলগৌরবা, অথবা হেমকূটসমুৎপন্না অপ্সরাই বা হইবেন; এক সকললোক-লালামভূতা চতুর্দ্দশবর্ষকল্পা বালা, অনেক চন্দনাদণ্য পুরুষের সমভিব্যাহারে গগনমণ্ডলে প্রস্থানপরায়ণা হই-লেন। সঙ্গীতকারিণীগণ তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। যৎকালে তিনি ঊর্দ্ধে গমন করিতেছিলেন, স্থিরসৌ-দামিনী দেখিলাম, এই অভিমানে কত শত আবণ্যক-নীরাও তৎকালে তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল।

আমি আকস্মিক এই বিস্ময়কর ব্যাপার হঠাৎ নিরী-ক্ষণ করিয়া হতজ্ঞপ্রায় হইলাম। এবং এই সুন্দরী অথবা সুরলোকচমৎকারিণী কে? কোন্ লোকেই বা প্রবেশ করি-লেন? সমভিব্যাহারী এই সুরপুরুষই বা কে? এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আর এক হৃদয়বিদীর্ণকর বিস্ময়াবহব্যাপার প্রত্যক্ষগোচর হইল; সেই কন্যা ও পুরুষবর্গ সমভিব্যাহারে যে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন সেই দিক হইতে ত্বরিতোচ্চারিত স্বরে কি অলৌকিক কাণ্ড! কি অদ্ভুত ব্যাপার! হা দগ্ধোস্মি! হা সুহৃদ্জন-বঞ্চিতোস্মি! রে দুর্ব্বাসনে কলুষিতে! আঃ পাপচাণ্ডালি।

ত্রৈলোক্য অলঙ্কার অপহরণ করিলি ; হা মাতঃ বসুন্ধরে ! যাহা স্বপ্নকল্পিপত বলিয়া জানিতাম, বয়স্যের সেই বিরহ-যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করিব ? হায় ! হালাহল পানের এই উপযুক্ত সময়, এসময় বিষপান অমৃতপান অনুমান হয়। এই রূপ বিলাপ ও আক্ষেপ করিতে করিতে প্রিয়বয়স্য কুশপাদ আসিতেছেন ; তাঁহার আকস্মিক বাষ্পপাতের কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলাম। প্রথমতঃ সুরলোকগতা কন্যার অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা মনোমধ্যে জাগরূক রহিয়াছে, আবার বয়স্যের চিরহর্ষাতিশয়হৃদয়ে হঠাৎ অবসাদ জন্মিবার হেতু কি ? সামান্য শোকেতে ত সেরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন লোকদিগের চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না, সমীরণ প্রবাহে কি চন্দ্রপ্রভা তিরোহিত হয় ? ফলতঃ শোকের হেতুভূত কোন অসম্ভাবিত কারণ না থাকিলেই বা বয়স্য রোদন করিবেন কেন, যাহা হউক জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব। এই স্থির করিয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিলাম। মনের কি অবাধ্যতা ! জীবনের কি চপলতা ! দেহের কি লঘুস্থায়িতা ! বন্ধুর সন্নিহিত না হইতেই দেখিলাম, তাঁহার হৃদয় অকস্মাৎ বিদীর্ণ হইল ও কলেবর গন্ধহীন কুসুমপাতের ন্যায় শূন্যহৃদয় ভূতলে

পতিত হইল। এই ঘটনা দর্শন করিয়া আয়তশ্বাসে বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বন্ধুর মৃতদেহ দৃষ্টি করিলাম। পূর্ব্বে যে স্থান অমৃতভবন বলিয়া অনুভব হইয়াছিল, এক্ষণে উহা শোকের প্রস্রবণ ও দুর্ঘটনার প্রসবস্থল বলিয়া বোধ হইল। ধারাবাহি অশ্রুধারায় হৃদয়কে আপ্লাবিত করিল, সমীরণ প্রবাহ অনলের শিখার ন্যায় গাত্র দাহ করিতে লাগিল, পক্ষিদিগের কলরব বিষবোধ হইতে লাগিল। অলিরাজিবিরাজিত অতি বিকচ কুসুমাবলী, চতুর্দ্দিকে অসন্তোষময়ী ঘৃণার নেত্রপুট দেখিতে লাগিলাম।

অধিক বর্ষণেই ধরা সুশীতলা হয়, অতঃপর যেন সেইরূপ আমার বহু অশ্রুপাতেই হৃদয় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল: কিন্তু হৃদয়বহ্নি নির্ব্বাণ হইল না। বয়স্যের মৃত দেহ দাহ করণার্থ সরস্বতীতীরে গমন করিলাম। চিতা রচনা করিয়া বয়স্যের প্রেতদেহ তদুপরি সংস্থাপিত করিয়া, অনলসংস্কারে সমুদ্যত হইবামাত্র, গগনমণ্ডলে ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইল। উর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, নভোভাগের কিয়দংশ বিদীর্ণ হইয়াছে। মেঘবিতান হইতে প্রথমতঃ বজ্রাগ্নির ন্যায় লোহিত পদতল, তৎপর তড়িদ্রেখার ন্যায় চরণপ্রভা,

ক্রমে দিব্যাকৃতি, চন্দ্ররশ্মিরাশিময়, সর্ব্বসংহারিরূপী চরাচরগুরু মহাকালাভিধান হরমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। তাঁহার দেহপ্রভায় আকাশমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময়, দিবাকর সমুজ্জ্বল হইলেন। মস্তকে লম্বলোলজটাভার, ললাট ও কপোলতলে চন্দ্রার্কপ্রভাপ্রায় ভস্ম বিলেপন, গলে পুষ্কর-শ্রেণীপ্রায় সুচারু পুষ্করমালা, লোকালোকাচল শ্রেণীপ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিমেখলা, কক্ষে প্রলম্বিত অলাবু জল করক ও ভিক্ষাকপাল, হস্তে বেত্রদণ্ড, মহাপ্রলয়কালীন ভীষণ ভাস্করকীরণপ্রায় নেত্রানলশিখা দীপ্তি পাইতেছে। তাঁর লয় বিশুদ্ধ নগীতপরায়ণ লোকলোচন ত্রিলোচনকে দর্শন করিয়া, শরীর পুলকিত ও হর্ষাভিভূত হইল। অনন্তর স্নেহময় গম্ভীরস্বরে শূন্য হইতে কহিলেন, বৎস! কুশপাদের দেহ অনলে দগ্ধ হইবার নহে. ইনি আপাততঃ চন্দ্রলোকে রহিলেন, গন্ধর্ব্বলোকেরা এই প্রেতদেহ সংরক্ষা করিবেন, বৎস কুশপাদ পুনর্জ্জীবিত হইবেন। ইহা কহিয়া, বিদ্যুতের ন্যায় নিমিষমধ্যে মেঘবিতানে নিমীলিত হইলেন. এই মাত্র তথা হইতে আসিতেছি।

দেব কুশপাদের ভাতৃঃ এই কথা শ্রবণমাত্র, আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। দীননিশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, বৎস! সোদর হইতেও যাহা-দিগকে অতি স্নেহাস্পদ জ্ঞান করিতে, এত কাল যাহাদের সহ সুখে বাস করিয়াছিলে, যাহাদিগের মঙ্গলে তোমা-দিগের হর্ষের আর সীমা থাকিত না, তোমাদিগের সেই সুহৃদ্ ও প্রিয়বয়স্য পুষ্কর এবং কুশপাদ অদ্যাবধি সুর-লোকবাসী হইলেন; তোমরা সুহৃদ্‌শূন্য হইলে, আশ্রম-তরু নিরাশ্রয় হইল ও তপোবন এক্ষণে অরণ্যসাধারণ হইল। হা বৎস আশ্রমমৃগশিশুগণ! মুনিকুমারদিগের প্রভাতে তীর্থগমন কালে অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া যাহা-দের গমনপথ অবরোধ করিতে, যাহাদিগকে ক্ষণকাল না দেখিলে অতিশয় কাতর হইতে, সেই পুষ্কর ও কুশ-পাদ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আর কেন এখানে অবস্থিতি করিতেছ; কোন দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ কর, এত দিনের পর তোমরা অনাথ হইয়াছ, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। এইরূপ বিবিধ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তাপসকুমারদিগের রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া, পাদপ-গণ কুসুমপাতচ্ছলে অশ্রুপাত করিল, তপোবনধেনুগণ বনের অন্তরাল হইতে ঘন ঘন আশ্রমাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া আর্ত্তস্বরে রব করিতে লাগিল। তপোবন

মধ্যে বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া, অন্যান্য কেলিকলহপর পশুকুল ক্রীড়াযুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রমাভিমুখে দৃষ্টিপাত করত নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

মহর্ষি শ্বেতকেশর ঋষিকুমারদিগকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, বৎস! শোকসংবরণ কর; সকলে কালের বশ, কাল কাহার বশ্য নহে। পূর্ব্বে মাধ্রাজ অষ্টাদশবিধ যজ্ঞ করিয়াও পুত্রের আয়ু প্রাপ্ত হয়েন নাই। বিলাপ করিলে কি হইবে বল? ঐ দেখ তোমাদিগের শোকে নাকশান্তিরহিত পশু পক্ষিরাও আকুল হইয়াছে। শুক ঊর্দ্ধ মুখে নীরব হইয়া বসিয়া আছে, আহারের চেষ্টা করিতেছে না। শাবকগুলিকে স্তন্যপানে বিরত করিয়া, হরিণী চন্দনবিটপচ্ছায়ায় ম্রিয়মাণ দণ্ডায়মান আছে, হোমধেনুর মুখাগ্রভাগ হইতে শ্যামাক ভূতলে ভ্রষ্ট হইতেছে। শোকাত্মবিস্মৃতা বিলাপব্যাকুলা করিণী, সলিলমধ্যে শুণ্ড বিস্তার করিয়া পল্বলকূলে দণ্ডায়মানা আছে মাত্র, কোনক্রমে জল পান করিতেছে না। বেলা অধিক হইল, এক্ষণে আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত হও। ইহা বলিয়া মহর্ষি গাত্রোত্থান করিলেন, তাপসেরাও স্ব স্ব কার্যে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সকলে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন দেখিয়া, মহর্ষি শ্বেতকেশর স্নেহার্দ্রীকৃতহৃদয়ে একবার সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের প্রীতিসৌকর্য্যার্থে একটী বিস্ময়রসাশ্রিত কথা আরম্ভ করিতেছি শ্রবণ কর। মুনিকুমারগণ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে মহর্ষির বাক্যে চিত্তার্পণ করিলেন, মহর্ষি গল্পারম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মার চতুর্দ্দশ ভুবন, তন্মধ্যে কিম্পুরুষবর্ষে অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব লোকেরা বাস করেন। তথায় চন্দ্রহংস নামে মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বাধিপতি ছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ, গাম্ভীর্য্যে সাগর তুল্য, সহিষ্ণুতায় মেদিনী সম ও প্রতাপে ভাস্করের ন্যায় অসাধারণ্য প্রাপ্ত করিয়া, রাজচক্রবর্ত্তী দ্বাদশাদিত্যের ন্যায় একাধিপত্য করিতেন। যেমন মেঘের অনুকম্পা পম্পা সরোবরে, সূর্য্যের অনুগ্রহ কমলবনে, রাজা প্রজাগণের প্রতি সেইরূপ দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। প্রজারাও শাখাবলম্বিত ফলস্বরূপ রাজাকে আশ্রয় করিয়া, পরম সুখে লোকযাত্রা অতিবাহিত করিত। রাজগুণে রাজলক্ষ্মী চপলতা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহারই চিরবশীভূতা ছিলেন। ইন্দুমতী নাম্নী অপ্সরা তাঁহার ভার্য্যা ছিলেন। পতিপরায়ণা ইন্দুমতী স্বামীর প্রতিবিম্বের

ন্যায় বিষাদে বিষণ্ণা, চিন্তায় ব্যাকুলিতা ও হর্ষে পুল-
কিতা হইতেন; কেবল ক্রোধের সময় ভীতা হইতেন,
এইমাত্র বিশেষ ছিল।

একদা রাজমহিষী, অতি শুভলগ্নে সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত
চন্দ্রমামূর্ত্তি এক কুমার প্রসব করিলেন। রাজকুমার জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, প্রজাগণ গন্ধর্ব্বলোকে মঙ্গ-
লকোলাহল আরম্ভ করিল। আর্য্যগণ চন্দনকুসুমকরক
হস্তে লইয়া, শুভপ্রদায়িনী কাত্যায়নীর মন্দিরে সুগন্ধি
গন্ধদ্রব্য সমেত উপহার প্রদান করিতে চলিলেন; পুর-
বাসিনী বিলাসিনীগণ বেণু, বীণা, মুরজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি
[illegible] নিষাদ, গান্ধার, ধৈবত প্রভৃতি সপ্ত স্বরে হর্ষ-
সূচক সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। পুরবাসিনীগণ মস্তো-
পরি পুলক অক্ষিকাপুঞ্জে পুষ্পবৃষ্টিচ্ছলে, আশীর্ব্বাদ
করিলেন; তাঁহাদিগকে পারিতোষিক বিবিধ দ্রব্য-
দান হইতে লাগিল। মুনিঋষিমণ্ডল ও পণ্ডিতমণ্ডলীতে
সভামণ্ডপের ন্যায়, সূতিকামণ্ডপ সমুজ্জ্বল হইল। দ্বার-
দেশে নন্দনমালিকা ও সপল্লব পূর্ণকুম্ভ শোভা পাইতে
লাগিল। লোকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। গন্ধর্ব্ব-
রাজ নিরপত্যতাহেতু অশেষ ক্লেশে, কারাবস্থানির্ব্বিশেষে,
জীবন ধারণ করিতেছিলেন, এক্ষণে নবকুমারের মুখচন্দ্র

প্রাসাদে কন্দুককেলিগৃহে দশবলাজের সহ অবস্থিতি করিতেছে, শ্রবণ করিয়া তমালিকাকে তথায় প্রেরণ করিলাম, তমালিকাও আগতপ্রায়। বলিতে বলিতে একজন অন্তঃপুরপারিচারিকা আসিয়া কহিল, দেবি! রাজকুমার ক্রীড়ান্তর প্রাসাদ হইতে প্রমোদ বনে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, তমালিকা আমাকে তত্তদূর যাইতে নিষেধ করিয়া, বর্ব্বরের সহিত তথায় গমন করিল; ইতিমধ্যে বর্ব্বরের সহিত তমালিকাও আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজমহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, তমালিকে! তুমি পুষ্পকুঞ্জের নিকটে গমন করিয়াছিলে? বাছা ডাকিতেছেন বলিয়াছিলে? সে কুমার কোথায়? তুমি কি বলিয়াছিলে? তমালিকা কিয়ংকাল নিরুত্তর থাকিয়া কহিল, দেবি! ব্যস্ত হইবেন না, শ্রবণ করুন। আমি প্রথমে কন্দুকক্রীড়ামন্দিরে গমন করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে পাইলাম না, দ্বারবন্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাজপুত্র কোথায়? তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারিল না। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে কোন উত্তর না করিয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া, হাস্য করিয়া উঠিল। তথা হইতে গমন করিয়া সমীপাগত বর্ব্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বর্ব্বর! তুমি জান কুমার কোথায় আছেন?

ইনি কহিলেন, শুনিলাম কুমার প্রমোদ বনে প্রবেশ করিয়াছেন। অনন্তর বর্ব্বরকে তথায় পাঠাইলাম; আর আর বৃত্তান্ত এই বর্ব্বরের নিকট শ্রবণ করুন।

বর্ব্বর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল, ভট্টারক! শ্রবণ করুন! আমি কমলিকার নিকট বিদায় হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলাম, যাইতে যাইতে বর্ম্মপালের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল, তাহার করে একটী শুক পক্ষি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভ্রাতঃ! এ কি? এ পক্ষিটী কোথায় লইয়া যাইবে? যদি বিশেষ ক্ষতিবোধ না হয়, এটী আমাকে দিয়া যাও; আমার কন্যা কুরুঙ্গা ইহাকে পাইলে যথেষ্ট আহ্লাদিতা হইবে। বর্ম্মপাল কহিল, "তাহা কি রূপে হইবে? ইহার কথা শুন নাই, তাই এরূপ বলিতেছ; শুনিলে আর বলিবে না। আমি মেঘপুষ্করিণীতে যাইতেছিলাম, কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলাম এক নিষাদ জালদ্বারা একটী শুকপক্ষী ধৃত করিয়াছে। শুক নিষাদকে কহিতেছে, ওহে বীরপুরুষ কিরাতসিংহ! আমার ক্ষুদ্র প্রাণবিনাশে তোমার কি প্রতিপত্তি লাভ হইবে বল? সেই কিরাত মহানরকসাম্রাজ্যের অধিপতির ন্যায়, অকালকৃতান্তের ন্যায়, মূর্ত্তিমান ঘোরতর মোহান্ধ-

কারের ন্যায় ভীষণ ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, তুই তির্য্যগ্ জাতি; তোর প্রতি দয়া কি আবার? শুক বিস্তর স্তুতিবাদ করিল, নির্দ্দয় নিষা-দের হৃদয়ে কিছুতেই করুণোদয় হইল না। পরিশেষে শুককে উপাসংব্যাসে বদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল, শুক নিরুত্তর হইয়া রহিল।

নিষাদের সেই পাষণ্ডতর ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; রোষপ্রকাশ করিয়া কহিলাম, রে সাধুপরপীড়ক পাপাত্মা নরাধম! সত্বর ঐ নিরপ-রাধী অল্পপ্রাণ পক্ষির প্রাণবধে নিরস্ত হ, নতুবা এই দণ্ডেই যমদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। নিষাদ শঙ্কিত হইয়া পক্ষিকে আমার করে সমর্পণ করিল। শুক কহিল, ভদ্র! একবার অবসর প্রদান করুন; গন্ধর্ব্ব-কুমার পুষ্পকেতুকে অন্তর্দ্ধান সংবাদ জানাইয়া, ত্বরায় প্রত্যাগমন করি। আমি শুকের নিকট অপ্সর দুহিতার কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলাম। শুক কহিল, শ্রবণ করুন।

কিম্পুরুষবর্ষের মধ্যপথে লীলাবতী নামে অপ্সর-দিগের এক অধিবাস আছে, তথায় অমৃতকুল সমুৎপন্ন

য়াছিলেন? দেখ দেখ আকাশে মেঘ মাত্রই লক্ষ্য হই-তেছে না, নভস্তল অতি নির্ম্মল ও পরিষ্কার; এ দিকে "চন্দ্রোদয় হইতেছেন।" এই দেখ আমার কলে-বর ধারাসম্পাতে আর্দ্র হইয়াছে। সুন্দরী হাস্য করিয়া কহিল, সখি! এ ত ধারাসম্পাত নয়, দেখিতেছ না গগনমণ্ডলে শশধর উদয় হইয়া, সুধাময় অমৃতকিরণ বর্ষণ করিতেছেন, সুধাংশুর সেই সুধাবিন্দুতেই তোমার দেহ আর্দ্র হইয়াছে। চন্দ্রলেখা রাজকুমারের সুকুমার আকৃতি অবলোকন করিয়া, কুসুমায়ুধের মোহনীয় কুসুম-শরে মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে কামনা করিলেন, যদি এই পুরুষরত্ন দারবূপে আমাকে পরিগ্রহ করেন, তবেই বিবাহ করিব। অনন্তর প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন।

অদ্য প্রাতে অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে গমন করিয়াছিলেন, তথায় শুনিয়া আসিয়াছিলেন গন্ধর্ব্ব-কুমার পুষ্পকেতন তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইহা শ্রবণে চন্দ্রলেখার লজ্জা ও হর্ষে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। গৃহে আসিয়া আপন নিশামন্দিরে একাগ্রচিত্তে ভগবান লোকলোচন ত্রিলোচনের অর্চ্চনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পরিমলবাহিনী আসিয়া সংবাদ দিল, ভর্ত্তৃ-

দারিকে। আমি অগ্নিশীল উপাধ্যায়ের নিকট শুনিলাম গন্ধর্ব্বকুমার চিত্রাঙ্গদ তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। এই কথা শ্রবণমাত্র বিষাদের আর সীমা রহিল না; দিন যামিনী একাকিনী এক নিভৃত মণিমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনবরত বিলাপ করিতেছেন। আমি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বিবেচনা করিলাম ইনি অনতিবিলম্বেই আত্মঘাতিনী হইবেন, সুতরাং কি করি? আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, এই বলিয়া প্রস্থান করিয়াছি। অঙ্গীকৃত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আমার শ্রম সফল হয়। আমি শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া, রাজার নিকট ইহাকে লইয়া যাইতেছি। সর্পপালের কথায় আমারও কৌতুক জন্মিল, অনন্তর উভয়ে রাজকুমারের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বর্ণনা করিলাম।

চির পরিচিত প্রীতিপাত্র বান্ধবকে বহুকালের পর দেখিয়া মনে কিরূপ আনন্দোদয় হয়! রাজকুমার শুককে দেখিয়া এককালীন বাক্‌শক্তি রহিত ও আত্মবিস্মৃতপ্রায় হইলেন; বোধ হইল, যেন তাঁহার চিত্তটী হৃদয়াম্বুজ হইতে উড়িয়া, কোন অলক্ষিত কমলে বসিবার উপক্রম করিল। জানি না, তাঁহারমনে কিরূপ বিকার উপস্থিত হইল এবং উহার হেতুই বা কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম

লাগিলেন সেই অপরিচিতানুরাগিণী কিন্নরকন্যার কথা শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে কি এক অনালোচিতপূর্ব্ব মনোরম উপস্থিত হইল। আজ বিনা পরীক্ষাতে অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিলাম। অহো! গিরিশিখরসমুৎপন্না স্রোতস্বতী স্বভাবতঃ যেরূপ সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়! মন সেই রূপ চন্দ্রলেখার উদ্দেশপথে সতত ধাবিত হইতেছে। বুঝিলাম তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা, বালকের মন ও ললনার নয়নচাপল্য অপেক্ষা চিত্ত অতিশয় অস্থির হইয়াছে। যাহা হউক, শুককে কি বলিয়াই বা বিদায় করি? অথবা নলিনীদলে শীলারস দ্বারা পত্র লেখা করিয়া দি? এই বলিয়া সন্নিহিত সরোবর, হইতে পদ্মপত্র লইয়া পত্র লিখিলেন। "বনলতা স্বভাবতঃ যেরূপ বনস্পতি কাবকে আশ্রয় করে, অয়ি বিলাসবতি! শুনিলাম কনক-লতিকা বাসনার বশবর্ত্তিনী হইয়া শমীপাদপকে সমা-লিঙ্গন করিবার জন্য করপল্লব বিস্তার করাতে, সহ-বর্ত্তিনী লতাগণ তিরস্কারচ্ছলে কহিতেছে, কনকলতিকে! মধুপান পর্য্যুৎসুক মধুকর ইন্দ্রনীল বা বৈদূর্য্যমণির প্রার্থনা করে না। প্রিয়সখি! তুমি যে অসংগত মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেছ, উহা কি লজ্জালুব্ধা কুল-কামিনীদিগের কুলক্রমাগত ধর্ম্মরক্ষার উপায়?" শুক

পত্র লইয়া শূন্যে উড্ডীয়মান হইল, কুমারের চিত্তও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সেই কালে একরূপ অন্য-মনা হইলেন, প্রতীহারী আসিয়া কহিল, “যুবরাজ! বেত্রপুর হইতে জলধররাজ দশবলাহকের অমাত্য চৈত্র-বসু আসিয়াছেন, মেঘপুরীতে শিবির স্থাপন করিয়া কহিলেন, যুবরাজের সহ সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি।” কিন্তু নিকটে কে আসিল, কি কহিল, তাহা কিছুই উপ-লব্ধি করিতে পারিলেন না। চন্দ্রলেখার পরিচারিকা-ভ্রমে, প্রতিহারীকে কহিলেন, হলে প্রিয়সখি! এই সুশীতল শিলাতলে উপবেশন কর, প্রিয়ার কুশল সং-বাদ শ্রবণ করিয়া উদ্বেল চিত্তকে সুস্থির করি। শুনিয়া প্রতিহারী বিস্ময়াপন্ন হইল। আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, এ আবার কি? উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ দেখিতেছি, আমাকে প্রিয়সখী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, মাদৃশ ভৃত্যের প্রতি ঈদৃশ পরিহাসের অর্থ কি? সংসার মন্দিরের প্রবেশদ্বারে অবিদ্যারূপ এক বিস্তীর্ণ সমুদ্র আছে, অসামান্যতীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যতীত তাহা পার হইবার অন্য উপায় নাই। রমণীকুলের কটাক্ষ আপততঃ কম-নীয় বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে উহা বিষসংযুক্ত শরের ন্যায় হৃদয়াস্থি ভেদ করে। যুবকের মন অতি

চঞ্চল, সহসা আকৃষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ কি? রমণী-রূপ তড়িৎপুঞ্জের কটাক্ষরূপ প্রখরপ্রভায় সাধু, জ্ঞানবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তিদিগকেও অন্ধ করে। বিলাসবিমূঢ়িকার ঔষধ কিরূপ, তাহা তপস্বীরাও বলিতে পারেন না। আমরা বিনীতবচনে কহিলাম, কুমার! অকস্মাৎ আপনার এ আবার কিরূপ ভাবোদয় হইল? কে এখানে সহচরীরা কোথায়? কি বলিতেছেন? রাজ্ঞী বহুক্ষণ আপনাকে না দেখিয়া অতি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কুমার অনেক ক্ষণের পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, তোমরা মাতাকে উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিবে, আমি সত্বর গন্ধর্ব্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিব, শুদ্ধ ইহা বলিয়া অশ্বারোহণে বাটীর বহির্গত হইলেন। রাজ্ঞী এই কথা শুনিবামাত্র, আঃ। প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে কি দেহ রক্ষা হইয়া থাকে? এই বলিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজাও পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া নিভৃতবিলাপমন্দিরে গিয়া রহিলেন। পৌরজনেরা, হা হতোস্মি! হায় কি হইল! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। রাজসহচরেরা মন্ত্রণা করিয়া যুবরাজের অন্বেষণে কুসুমবাহক অলিঞ্জরের সমভিব্যাহারে কতিপয় ভৃত্যকে অপ্সরলোকে পাঠাইলেন।

কিছু দিন পরে সমভিব্যাহারী লোকদিগের সহিত অলিঞ্জর অপ্সরনগর হইতে ফিরিয়া আসিল। পৌরজনেরা অলিঞ্জরকে দেখিয়া সহর্ষে সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রাজপুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন? তাঁহাকে কোথায় দেখিয়াছিলে? অলিঞ্জর কহিল, রাজা ও রাজমহিষী কি রূপ আছেন বল? পরে সকল সংবাদ ব্যক্ত করিতেছি। তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, রাজমহিষী, পাছে মহারাজের কোন অনিষ্ট ঘটে এই বিবেচনায় একাল পর্য্যন্ত প্রাণকে দেহত্যাগে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; কেবল চেষ্টাশূন্য হন নাই বলিয়াই জীবিত বোধ হয়, ফলতঃ জীবিত ও মৃত ব্যক্তিতে তাঁহার কিছুই বিশেষ নাই। মহারাজ শোকে বিসংজ্ঞ লমতির ন্যায় হইয়া নিভৃতমন্দিরে বসিয়া নিভৃতবচনে পুষ্পাহ্বসম্বন্ধে কত অসম্বদ্ধ প্রলাপ ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কখন মহিষীর হস্ত ধারণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিতে থাকেন, মহিষি! আজ পুষ্পাহ্বের পরিণয়দিবস, মার্কণ্ড দেবের মন্দিরে যথাবিধি পূজা প্রদান করিতে গমন কর। কখন যুবরাজকে ডাকাইবার জন্য প্রতিহারীকে প্রমোদবনে যাইতে সঙ্কেত করেন, কখন অশ্রুজলে ভাসিতে

থাকেন, কখন বা কৃতসন্নাবদ্ধোদ্যত হইয়া নিশীত তরবারী নিষ্কাসিত করেন; ফলতঃ তাঁহার চিত্ত মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় প্রতিভাশূন্য হইয়াছে।

অলিঞ্জর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, যা হইতে পারে, পল্লব কুসুম হীন তরুর পতনই ভাল। তাঃ এখন জীবিত আছেন? এখন রাজমহিষীর হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই? এই কথা বলিতে বলিতে অলিঞ্জরের নয়ন অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। পৌরজনেরা হা কি সর্বনাশ! হা মনোহত চন্দ্রগ্রহণ! হা পুত্রশংসনে ইন্দুমতি! হা ধিক্! হায় কি হইল! হায় কি হইল! এইরূপ পরিতাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অলিঞ্জর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিল, রাজপুত্রের আদ্যোপান্ত ঘটনা বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ নানা দেশ অতিক্রম করিয়া গন্ধর্বরাজ্য পরিত্যাগ করিলাম, বহুদূর গমন করিয়া অতঃপর এক মনোহর অটবী দেখিলাম। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবা উহা আশ্রমসন্নিহিত কোন তাপসের তপোবন বলিয়া বোধ হইল। ঋষিগণ ইতস্ততঃ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার সমিধ্ ও কুশাগ্রভাগ পতিত রহিয়াছে; যাজ্ঞিক ঋত্বিক্‌গণের হোমধূমে অশোকপল্লব মলিন হইয়াছে; মুনিকন্যাকা

সুরতরঙ্গিণীমন্দাকিনীপ্রবাহে উদক লইতে আসিয়াছিলেন, সিকতাময় তটে পাদাঙ্ক পতিত রহিয়াছে; মুনিকুমারগণ নব দিবসমণিভ্রমে রক্তোৎপল লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহার আরক্ত পরাগ ও কেশর ভূতলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এই সকল দেখিয়াই বোধ হইতেছে আশ্রম অতি সন্নিকট। শান্তস্বভাব তাপসগণের বিচিত্র আশ্রম দর্শনে শরীর পবিত্র হয়; এইরূপ চিন্তা করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, লতাপাশবদ্ধ তপস্বীদিগের অক্ষমালা ও কমণ্ডলু পাদপশাখে প্রলম্বিত রহিয়াছে। বনবল্লরী ও তরুশাখা বিকশিতকুসুমে সুশোভিত ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে, বোধ হয় যেন তরুতলহর্ম্ম্যবুদ্ধি তাপসেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন দেখিয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছে; শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া অতি নিকট মহীরুহগণ যেন সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে; তপঃক্লেশসহ তাপসগণ মুনিকুমারগণের দশবিধ সংস্কার সমাপনপূর্ব্বক সুশীতল তমালতরুতলে বসিয়া, বৈবস্বত যোগ অভ্যাস করাইতেছেন; সাগ্নিকঋত্বিক্‌গণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উদ্দীপ্ত হোমহুতাশনে আর্য্যাহুতি প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদিগের বষট্‌কারধ্বনিতে ও যজ্ঞীয় চরুগন্ধে তপোবন

অতি রমণীয় হইয়াছে, তাপসীগণ উদূখলে ইতস্ততঃ সোমলতা নিষ্পেষণ করিতেছেন; আশ্রমলগ্নসম্ভূত প্রত্যাহবিগতাশঙ্ক হরিণশাবকেরা অতিদ্রুতগমনে যজ্ঞস্থলে আসিয়া সোমরসপানাসক্ত তাপসদিগকে পুলকিত করিতেছে; ক্রীড়ারসবশতাপসকুমারেরা, লতাপল্লবিত বনাভ্যন্তরে ময়ূর ও মৃগশাবকের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। তপস্যার কি প্রভাব! তপোবনের কি মাহাত্ম্য! বাক্‌শক্তিরহিত অজ্ঞান পশুদিগেরও হিংসাধর্ম্মেতে অপহারবুদ্ধি দেখিলাম, উহা অতি নীচপ্রবৃত্তি ও জঘন্যাচার এই বুদ্ধি মনে উদয় হওয়াতে যেন ঋক্ষ শবের সহ,মৃগেন্দ্র নবাঙ্কের সহ ও করভ শার্দ্দুলের সহ প্রচ্ছায় তরুতলে সুখে একত্র শয়ন করিয়া আছে; অন্যান্য দুর্ব্বল পশু, সিংহশাবকের সহ ক্রীড়া করিতেছে। অহিকুল, অপোগণ্ড শিশুকর্ত্তৃক বেণুযষ্টিদ্বারা বারম্বার প্রতারিত হইয়াও, তাহাদিগের সন্নিধান পরিত্যাগ করিতেছে না। হর্ষিত হইয়া মনে মনে কহিলাম, কি পবিত্র রমণীয় স্থান! ইহা স্বর্গ ও সৌভাগ্যের আয়তন! শান্তিপাদপের শীতলচ্ছায়া! সন্তোষসরোবরের পুরোবর্ত্তী বিনোদপ্রদেশ! ও সৎ সহবাসের শ্রেয় পন্থা! এ স্থানে পরপীড়ন নাই, ইন্দ্রিয়পীড়ন করাই প্রসিদ্ধ; বিচিত্র-

চরিত তাপসদিগের চিত্তে অভিমান মদের লেশ মাত্র নাই, মৃগমদ মৃগের চক্ষেই অতি শোভাকর হইয়াছে। অনভিজ্ঞতা কন্দর্পের শরশাসনেতেই রহিয়াছে। চপলতা তীর্থসরোবরেই লক্ষিত হইতেছে। তাপসদিগের চিত্ত পরিষ্কৃত আদর্শের ন্যায় অতি নির্ম্মল, নিরত বেদরূপমন্ত্র মন্ত্রপাঠে ক্রোধভুজঙ্গ তপোবন হইতে পলায়ন করিয়াছে. বোধ হইতেছে যেন অভিজ্ঞতা ও কুশলতা এই স্থানকে গাঢালিঙ্গন করিয়াছে; বুঝিলাম অনর্থঅর্থসম্পত্তি ও বিষয়ভোগাভিলাষ বিষয়িজনের পক্ষে প্রবঞ্চনা মাত্র। অনন্তর কতকদূর গিয়া এক প্রকাণ্ড পলাশতরু দেখিলাম। তাহার শাখা সকল পল্লবাকীর্ণ ও বিকশিত কুসুমে সর্ব্বদা আলোকময়। সেই তরুতলে তৃতীয়াশ্রমধারী পবিত্র কলেবর কতিপয় তাপস নিমীলিত নেত্রে অভীষ্টদেবের আরাধনা করিতেছেন। আমরা সন্নিহিত হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক যথাপ্রদেশে উপবিষ্ট হইলাম। পরমপবিত্র তাপসেরা নেত্রপাতদ্বারা স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদিগের সম্ভাষণমাত্রেই আপনাদিগকে অনুগৃহীত ও চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া কহিলাম, দেব! ইহা যথেষ্ট সৌভাগ্যের হেতু সন্দেহ নাই, কারণ অদ্য আশ্রমদর্শনে চরিতার্থ হইলাম।

অনন্তর নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে আমাদের পথশ্রান্তি দূর হইল। তাপসেরা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন দেখিয়া আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কতক দূর গিয়া এক পর্ব্বতময় প্রদেশ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই পর্ব্বতের শিখরদেশ এরূপ উন্নত, বোধ হয় যেন বিন্ধ্যাচলকে উপহাস করিয়া, হিমগিরি গগনমণ্ডল স্পর্শ করিতে উঠিতেছে। একে নিদাঘকালের মধ্যাহ্ন। মার্ত্তণ্ডদেব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে অসহ্য কিরণ-কণা বর্ষণ করিতেছেন; বন্যজলাশয় সকল শুষ্ক হওয়াতে, দ্বিরদেরা গম্ভীরনাদে চতুর্দ্দিগে ধাবিত হইতেছে ও শব্দানুসরণক্রমে চাতকেরা, নিবিড় মেঘপটলভ্রমে সহর্ষচিত্তে মাতঙ্গের অনুগামী হইতেছে। মৃগকুল পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া, মরীচিকা দর্শনে দিব্য সরোবরভ্রমে বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে ধাবিত হইতেছে; দিনকরের দহ্যমান অসহ্য কিরণে সন্তপ্ত হইয়া, খগকুল জাহ্নবীতটস্থিত হিন্তালতল আশ্রয় লইতেছে; আমরা এই কালে সেই শৈলময় প্রদেশে অধিরূঢ় হইলাম। ঐ প্রদেশ কি মনোহর! উহার শিখরদেশ এরূপ উন্নত, সে স্থলে দণ্ডায়মান হইলে বোধ হয়, যেন মানসসরোবরের তটোপরি দণ্ডায়মান আছি।

অতঃপর ক্রমশঃ যাইতে যাইতে পথে সন্ধ্যা হইল। পর্ব্বতের কোন কোন প্রদেশ হইতে অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া চন্দ্রকান্তমণির নির্ম্মল আলোক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বোধ হইল, যেন আকাশপ্রাঙ্গণে তারকারাশি বিকশিত হইল; অনিলের সহিত সমাগত পর্ব্বতকন্দরস্থ লোকদিগের কলরব, পক্ষিদিগের মধুর স্বর শ্রুতিবিবরে অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিল; সন্ধ্যাবিকাশ কুসুমের পরিমল হরণ করিয়া সন্ধ্যাসমীরণ নানাদিগে সৌগন্ধ বিস্তার করিলে, অনতিদূরে তপস্বিদিগের সায়ংকালিন উপাসনরব শ্রুতিগোচর হইলে, আর্ষকল্প ব্রতধারিণী গুহ্যককন্যারা কেহ প্রিয়তমের পুনর্জ্জীবিত প্রত্যাশায়, কেহ সাপত্ন্যনির্যাতন হেতু, কেহ বা অপবর্গ লাভের নিমিত্ত সুমধুরস্বরে একতানমনে ভগবান্ ভূতভাবন ভূতেশ্বরের স্তব আরম্ভ করিলেন, সেরূপ সুমধুর সঙ্গীত কখন শ্রুতিগোচর হয় নাই। সায়ংকাল অতীত হইলে বোধ হইল যেন পক্ষান্ত চন্দ্রমার অনুদয়হেতু করে মুকুলিত কমলরূপ কমণ্ডলু লইয়া, নক্ষত্ররূপ স্ফাটিক-মালা ধারণ করিয়া, প্রদোষরূপ আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রিয়তমসমাগমপ্রত্যাশায় তমস্বিনী তপস্বিনী বেশ ধারণ করিলেন। ক্রমে যামিনীবিরহকাতর চন্দ্রমা

উদয় হইলে পূর্ব্বপর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা হইল। নদ, হ্রদ, বন, উপবন, নদী, পর্ব্বত চন্দ্রের কিরণজালে শোভাময় ও পাণ্ডু বর্ণ হইল, কেবল বিকশিত কুমুদে সরসীর চমৎকার শোভা হইল এমত নহে, সুধাংশুর অমৃতময় কিরণে অন্ধকার নিরস্ত হইলে বোধ হইল যেন কুকুভদন্তিদেহ শ্বেতাম্বরে আচ্ছাদিত হইল। চন্দ্রালোকে পথ চলিবার আর কষ্ট রহিল না, সন্ধ্যাশীতলসমীরণ স্পর্শে মনে হর্ষ ও স্ফূর্ত্তি জন্মিল। অতঃপর স্ফাটিক-প্রাঙ্গণের ন্যায়, মণিদর্পণের ন্যায় সরোবরের সন্নিহিত হইয়া দেখিলাম; কুমুদ, কোকনদ, কহ্লার, কুবলয়, ইন্দিবর প্রভৃতি পুষ্প সরোবরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বোধ হইল, দিনমণি অস্তাচলপতিত হওয়াতে শৈলপ্রতি-ঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া সরোবরে পতিত হইয়াছেন। ঐ সরোবরের পশ্চিমতীরে এক গিরিকূট দেখিলাম; উহার অভ্যন্তরের বহুদূরে মনোহর সরোবর, বিচিত্র উপ-বন, সুরম্য ক্রীড়াপর্ব্বত। মধ্যে মুক্তাকলাপবেষ্টিত গজমতীর ন্যায়, হংসজালসমাচ্ছন্ন কমলবনের ন্যায়, নক্ষত্ররাজি বিরাজিত তারাপতির ন্যায়, অশোক, কিংশুক, কাঞ্চনবেষ্টিত পারিজাত কুসুমের ন্যায়, অপ্সর-লোক পুরালয় মধ্যে শোভা পাইতেছে চন্দ্রের নির্ম্মল

আলোকে স্পষ্ট লক্ষিত হইল। দ্বারদেশে এক নির্ম্মলা, গতমৎসরা, অমানুষাকৃতি অপ্সরকন্যা দ্বাররক্ষা করিতেছেন. তাঁহার নাম প্রালম্বিকা। তাপসেরা যদৃচ্ছাক্রমে ঐ গিরিকূটে প্রবেশ করিলেন, আমরা আর তত দূর গমন না করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাপসেরা মন্দারকুসুমহারে সুশোভিত ও সুরবালাসেবিত হইয়া বহির্গত হইলেন ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে শূন্যে প্রস্থান করিলেন। আমরা বিস্ময়বিকসিতচিত্তে দ্বাররক্ষিণী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দেবি! উঁহারা কোথায় গেলেন? ইঁহাদের অভিসন্ধি কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দ্বারিকা কহিলেন, বৎস। উঁহারা নভোনিবাস নক্ষত্রলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মহানুভাবালাপকুশলতা ও সরলহৃদয়তা দর্শনে অনুভব হইল তাঁহার স্বভাব অতি মহৎ, হৃদয়করুণারসের আধার, চিত্ত স্নেহার্দ্রময়। আমাদিগের অপ্সরলোকে আগমনের হেতু কি? জিজ্ঞাসা করাতে কহিলাম, ভগবতি! গন্ধর্ব্বলোকে চন্দ্রহংস নামে রাজা আছেন, তাঁহার একমাত্র সন্তান; রাজপুত্রের কুসুমসঙ্কাশ রূপলাবণ্য দেখিয়া পৌরজনেরা তাঁহার নাম পুষ্পহংস রাখিয়াছেন। সম্প্রতি যদৃচ্ছাক্রমে প্রব্রজ্যা

আশ্রয় করিয়াছেন। আমরা ত্বদীয় অন্বেষণে কখন নিবিড় গহনে, কখন গিরিগুহায়, কখন দুর্ব্বিনীত অসভ্য লোকাকীর্ণ স্রোতস্বতীকূলে পর্য্যটন করিয়া, জীবনের এক শেষ করিতেছি।

প্রোলম্বিকা শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণের পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমরা কহিলাম, ভগবতি! অকস্মাৎ আপনার এরূপ বিরসভাবব্যঞ্জক নিশ্বাসপাতের কারণ কি? যদি কষ্টকর না হয় বলিতে হইবে। দেবী কহিলেন, পূর্ব্বে এই স্থানে এক গন্ধর্ব্বকন্যার কিছু কাল ছিলেন। একদা চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সহচর এক বিরলপ্রদেশে নিমিলিত নয়নে অশ্রুপাত করিতেছেন দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! অদ্য আপনি শোকেতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া কি নিমিত্ত এই বিজনপ্রদেশে রোদন করিতেছেন? তিনি বহুকষ্টে বাষ্পবারি নিবারণ করিয়া কহিলেন, ভগবতি! আর সে শোকাবহ দুর্ব্বিস্মৃত ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে শোকানলে নিক্ষেপ করেন কেন? তাহা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বোধ হয় আপনার স্মৃতিপথাতীত না হইবে একদা আমি প্রিয়সহচরের সমভিব্যাহারে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল আপনার সহ বিশ্রম্ভা-

লাপের পর আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এই গিরিকূটে প্রবেশ করিয়াছিলাম; প্রবেশের পর কি কি ঘটনা হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। আমরা এস্থান হইতে বিদায় হইয়া, কতকদূর গিয়া এক রম্য উপবন দেখিলাম, তরুদলসঞ্চালিতপরিমলসম্পৃক্ত মলয়সমীর কুমারের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত করিল। সন্ধ্যু অরণ্যের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে পুলকিতচিত্তে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। যাইতে যাইতে স্বভাবের শত শত বিচিত্র শোভা বিলোকনে মনোমধ্যে নব নব প্রীতির উদ্ভাবন হইতে লাগিল। কোন স্থানে কলকোকিলোল্লাসিত মলয়বিলোলিত নবলম্বিত উৎফুল্ল পল্লববল্লী বনের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; অমৃতনিস্যন্দ পারিজাত কুসুমসুরভিতসুশীতলপরিমলসৌগন্ধে মধুকর কখন মালতীকুসুমে, কখন কমলবনে উড়িয়া বসিতেছে; আকাশখণ্ডের ন্যায় সরোবরে কমলবন বিকসিত হইয়া রহিয়াছে; কোথায় বা কুসুমিত লতাললামমণ্ডপ কুসুমপরাগে সুরঞ্জিত হইয়া, তত্তৎপ্রদেশে কন্দর্পের রথসমাগম ব্যক্ত করিতেছে; ময়ূরের কেকারবে, কোকিলের কলরবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে; অনতি দূরে মন্দরপর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ধবলকমলদলপ্রায় মন্দাকিনীর

নির্ম্মল প্রস্রবণ নির্গত হইতেছে, উহার শব্দ কি মনোহর! বোধ হয় যেন প্রস্রবণ বসন্তকে আহ্বান করিতেছে। দূরশ্রুত হাস্যকৌতুকতৎপরা কতিপয় অপ্সরোকন্যা আসিতেছেন। আমরা যে বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম, উহার নাম নীলোদ্যান: ঐ কন্যাগণের নাম মালতী, মাধবিকা ও চন্দ্রলেখা পশ্চাৎ অবগত হইলাম। মালতী পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রলেখে! তুমি চন্দ্রমালালতা-লবালের নিকট দিয়া গমন করিতেছ, বোধ হয় যেন চন্দ্রমালা তোমাকে আলিঙ্গন করিবে বলিয়া শস্প-বীথিকায় আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। চন্দ্রলেখা মালতীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সখি! তুমি লতাবিস্তারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছ, বোধ হয় যেন মালতী তোমাকে বহুকালের পর দর্শন করিয়া আহ্লাদে হাস্য করিতেছে, এই রূপ আলাপ করিতে করিতে এক রক্তকাঞ্চনমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাধ-বিকা, মালতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি মা-লতি! আমাদের প্রিয়সখী চন্দ্রলেখা অতিশয় ভূষণপ্রিয়া এস আমরা এই কিংশুকমূলে তোমাকে বনকুসুমে সাজা-ইয়া দি, পরিণয়ের পর ত আর এই বনে এই কুসুম লইয়া এরূপে সাজাইয়া দিতে পারিব না, সখি! কি

বল? মালতী কহিলেন, সখি! বোধ হয় তোমার বাক্য মিথ্যা হইবে না, আমি শুনিয়াছি বয়স্যার পরিণয়ের আর বড় বিলম্ব নাই, গন্ধর্ব্বকুমার চিত্রাঙ্গদ সখির পাণি-গ্রহণ করিবেন। এই কথাই সর্ব্বত্রে শুনিতে পাই। মাধবিকা চন্দ্রলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রলেখে! তুমি এতকাল আমাদের সহিত এই পলাশমূলে, ঐ মালতীনদীকূলে, কখন লীলাশৈলে কেলী-চ্ছলে মুকুলকাল অতিবাহিত করিয়াছ, এক্ষণে তোমার অভিনব কুসুমকাল উপস্থিত; এখন আর কি বলিব, আমাদিগকে তোমার প্রিয়সখী বলিয়া এক এক বার মনে করিও। চন্দ্রলেখা সখীদের পরিহাস করিবেন কি। মালতীর মুখে গন্ধর্ব্বকুমার চিত্রাঙ্গদ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন শ্রবণ করাতে, মৃণালিনীর পক্ষে শিশিরসম্পাত যেরূপ ভয়ানক, চন্দ্রলেখার পক্ষে ইহাও সেইরূপ অনিষ্টকর হইয়া উঠিল। মাধবিকা চন্দ্রলেখাকে অশ্রুমুখী দেখিয়া মালতীর প্রতি কৃত্রিম রোষপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, সখি মালতি! ক্ষান্ত হও, চন্দ্রলেখা তোমার কথায় রুষ্ট হইয়াছেন, আর পরিহাসে আব-শ্যক নাই; দেখিতেছ না, চন্দ্রলেখার বদনে ক্রমে ক্রমে ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মালতী স-

লজ্জিতা হইয়া অনতিপরিস্ফুট বচনে কহিলেন, সখি! চন্দ্রলেখে! তুমি কি আমার প্রতি রুষ্ট হইলে? যাহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ অতি সুকোমল, ক্রোধের সময়ও কি সেই কোমলস্বভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে। মলয়-সমীরণ প্রবলরূপে সঞ্চালিত হইলেও কি কদাচ দেহ দগ্ধ করে! দেখ, বিরহীকুলকে ব্যাকুল করিবার জন্য শশধর কদাচ অনলবর্ষণ করেন না। আমি জানিতাম চন্দ্রলেখা অতি প্রিয়বাদিনী ও মধুরহাসিনী, আজ আমার প্রতি রুষ্টা হইলে! বলিতে বলিতে চন্দ্রলেখা ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, সখি! অসন্তুষ্ট হইবার বিষয় কি? তবে কেন আমাকে অপরাধিনী করিতেছ? মালতী ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, সখি! আমি ত তাই বলিতেছিলাম কমল হইতে কি অনলোদ্গম হইয়া থাকে। পরোক্ষের কথা দূরে থাকুক, উহা স্ব চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। এই বলিয়া সরোবর হইতে একটী রক্তপদ্ম লইয়া প্রিয়সম্ভাষণে কহিলেন, সখি! আমি তোমাকে প্রিয়-সখীবোধে এই উৎপলটী প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। চন্দ্রলেখা, সখি! এই উহাকে কণ্ঠভূষণ করিলাম বলিয়া, কণ্ঠস্থিত নক্ষত্রমালার সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। মাধ-বিকা পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি মালতি! চন্দ্র-

লেখার মুখচন্দ্রমা এতক্ষণ মলিন ও বিষণ্ণ দেখিতেছিলে, এক্ষণে শরৎকালীন নববিকশিত শ্বেতশতদলের ন্যায় প্রফুল্ল ও বিস্ফারিত হইতেছে; ভালে অগুরুবিন্দু যেন অর্দ্ধরুচিশশিকলামাঝে তারকাবিন্দু সমাবেশিত হইয়াছে। চন্দ্রলেখা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! এখন আর পরিহাসের সময় নয়, বেলা প্রায় অবসান হইল; এস এই পলাশমূলে মাল্যরচনা করি। দিবাবসানে মিত্রকাননে কন্দর্পসন্দর্শনে যাইতে হইবেক আমরা এই কুসুমহার ভগবান্ কুসুমায়ুধকে উপহার প্রদান করিয়া অভিলষিত বর প্রার্থনা করিয়া লইব। মালতী বলিলেন সখি! এখন আর পরিহাসের সময় নয় তা তুমি বলিবে কেন, কুমুদকলিকা কি চিরকাল মুদিত থাকে? তবে এখন তুমি এই স্থানে বসিয়া মাল্যরচনা কর, আমরা চলিলাম। মাধবিকা কহিলেন, সখি! তুমি গৃহে যাইতেছ ঐ উটজা বাটিকায় আমার সেই ভল্লুকী শয়ন করিয়া আছে, তাহাকে কোন প্রলোভন দেখাইয়া ভবনে লইয়া যাও, আমি গন্ধকুটে আর্য্যা অরুন্ধতীর সহ সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেছি। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! তবে চল আমিও যাইতেছি; এই বলিয়া সখীদের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। যাইতে যাইতে

মাধবীকা কহিলেন, সখি মালতি! আর একটী কৌতুকাবহ কাণ্ড হয়ে গেল দেখেছ? মালতী কহিলেন সখি না, কৈ! কি বল দেখি? মাধবিকা কহিলেন সখি! তবে শ্রবণ কর; একটী মধুকর ঐ সরোবরকূলে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, ইতিমধ্যে ঐ মালতীতীরবর্ত্তিনী কেতকীকুসুমে গিয়া বসাতে কেতকিনীর পরাগ ও কণ্টকে নেত্রপক্ষ হীন হইয়াছে। মালতী কহিলেন, সখি! নির্ব্বোধ লোকদিগের প্রায় এইরূপ দশাই ঘটিয়া থাকে।

মালতী ও মাধবিকা এই প্রকারে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মাধবিকা মালতীকে কহিলেন, সখি! চন্দ্রলেখা কোথায়? মালতী পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া কহিলেন, সখি! তাই ত চন্দ্রলেখা কি আমাদের ফেলিয়া একাকী গমন করিলেন? সখি! তবে চল আমারাও যাই; এই বলিয়া উভয়ে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

এ দিকে চন্দ্রলেখা সখিরা যে সময়ে পলাশবিস্তারমধ্যে কথা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে লতাবিতানমধ্যে কুসুমচয়ন করিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। লতাভ্যন্তর হইতে বহির্গতা হইয়া দেখিলেন সখিরা প্রস্থান করিয়াছে, অতঃপর স্থির করিলেন সখিরা আমার অন্বেষণেই পলাশ

বাটিকায় প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থির করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন; সখি! সত্বর হইয়া আইস, আমি বহুক্ষণ এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, আর বিলম্ব করিতে পারি না। পুষ্পহংস নিভৃতভাবে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতেছিলেন, এই ক্ষণে চন্দ্রলেখাকে সধীর হইয়া উত্তর করিলেন, সখি! এই কএকটা কুসুম তুলিলেই হয়। চন্দ্রলেখা সখিরা উত্তর করিল বিবেচনা করিয়া কহিলেন, সখি মাধবিকে! আরণ্য-রত্ন আর হরণ করিবার প্রয়োজন নাই; বসন্তসমাগমে পারিজাত মঞ্জরীত, সহকার পল্লবিত ও পলাশ রক্তিম কুসুমে সুশোভিত, হইয়াছে; এ সময়ে উহাদের শোভাভঞ্জন করিলে দেবরাজ আমাদের প্রতি রুষ্ট হই-বেন। সখি! বনলতা আমাদের অনেক ইষ্টসাধন করিয়া থাকে, আর উহাদের শ্রীভ্রষ্ট করা উচিত নয়। এক্ষণে এস আমরা ভবনে যাই। পুষ্পহংস অন্তরাল হইতে কহিলেন, ভর্তৃদারিকে! তুমি পলাশবাটিকায় প্রবেশ করাতে কুসুমগণ হাস্য করিতেছিল, এক্ষণে তোমার অদর্শনে মলিন হইতেছে। তাই বলি এক বার পুষ্প-বাটিকায় আসিয়া কুসুমগণকে সুগন্ধিত কর। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! বসন্তবিকসিত সুগন্ধিপুষ্প নিকটে

থাকিতে কে কোথায় কিংশুকের সমাদর করে? যে বন নিশানাথের উজ্জ্বল কিরণে বিভাত হইয়া থাকে, তথায় কি দীপের আলোক শোভা পায়? পুষ্পহংস অন্তরাল হইতে কহিলেন, হলা অপ্সরকুলশৈলাজমালিকে! তুমি যাহা বলিতেছ সে সত্য, কিন্তু তোমার নির্ম্মল মুখমণ্ডল দর্শনে আর কলঙ্কিত নিশানাথকে দেখিতে ইচ্ছা হই-তেছে না। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! তোমরা এখন যাইবে না? আমি চলিলাম। পুষ্পহংস উত্তর করি-লেন, যদি তোমার করস্থিত এই পারিজাতমালা দিয়া যাও তবে তোমাকে যাইতে দিব এই বলিয়া চন্দ্রলেখাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! এই পাদপসম্পত্তি তোমারই জন্যে আনিয়াছিলাম, তবে এই লও এই সহকারমূলে নলিনীপত্রে রাখিয়া গেলেম, এই বলিয়া চন্দ্রলেখা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পুষ্পহংস পাদপের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া সেই মুনিজনমনতোষণমোহনমন্দারমালা সীমাতিশয় আহ্লাদ-সহকারে গ্রহণানন্তর পুনর্ব্বার বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করি-লেন।

পর দিন মালতী ও মাধবিকা, চন্দ্রলেখার অন্বেষণে মালতীনদীতীরে আসিতেছিলেন, মালতী কহিলেন,

মাধবিকে! সে দিবস চন্দ্রলেখা আমাদিগকে বৃক্ষবাটি-কায় রাখিয়া গৃহে গমনাবধি সেই পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, চল আজ একবার তাঁহার কাছে যাই। এই বলিয়া মালতীনদীতীরে আসিতেছিলেন ইত্যব-সরে চন্দ্রলেখাও সখীদিগকে দেখিতে না পাইয়া অতি-শয় ব্যগ্র হইয়া তাহাদের অন্বেষণে আসিতেছিলেন। মাধবিকা চন্দ্রলেখাকে দুর হইতে দেখি া মালতিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, সখি! চন্দ্রলেখা আসিতে-ছেন, এস আমরা এই পাদপান্তরালে লুক্কায়িত হই, সহসা দর্শন দিব না। মালতী কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কহি-লেন, সখি! উত্তম কল্পনা করিয়াছ: এই বলিয়া যেমন উভয়ে লতান্তরালে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রলেখাও দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! আমাকে দেখিয়া পাদপান্তরালে লুকাইতেছ কেন? মাধবিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! লুকাই নাই, বনদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতে যাই-তেছিলাম। চন্দ্রলেখা হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! আর মিথ্যা ভান করিলে কি হইবে বল; চোর ধরা পড়িলেই সাধু হইতে যত্ন পায়। এক্ষণে তোমাদের কুশল ত? মালতী কহিলেন, হাঁ সখি সকলই মঙ্গল;

কেবল সে দিবস বৃক্ষবাটিকায় তোমাকে না দেখিয়া বড় উদ্বিগ্ন ছিলাম, এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি। অতঃপর চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! আমি যে পারিজাতমালা নলিনীপত্রে সহকারমূলে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছ কি না? মালতী মাধবিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! শুনিলে চন্দ্রলেখার কেমন সৌহার্দ্দ ও সত্যবাদিতা, আমাদের নিকট কপটতা করিয়া সুশীলতা প্রকাশ করিতেছেন, সখি! তা বলিতে পার? চন্দ্রলেখা কহিলেন সখি! আমি কি রহস্য করিতেছি! মাধবিকা কহিলেন সখি! রহস্য করিতেছ কি সত্য বলিতেছ তাহা তুমিই জান। যথাভিবিস্ফুটিত মৃগকুল যে প্রকার মৃগনাভিগন্ধে অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সখি! তুমিও পারিজাতমালা হৃত হইয়া আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিতেছ। সে যাহা হউক, সখি চন্দ্রলেখে! তুমি কিয়ৎকাল কল্পপাদপের শীতলচ্ছায়ায় অবস্থিতি কর, আমরা অন্বেষণ করিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রলেখা, নদীতীরস্থিত সপ্তচ্ছদ তরুতলে উপবেশন করিয়া প্রতিপালিত শাবকদিগকে জলপান করাইয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিলম্বে হংসমালা নাম্নী পরিচারিকা আসিয়া কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে!

আপনি যে মন্দারমালা পলাশবাটিকামধ্যে নলিনীপত্রে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা হৃত হইয়াছে, মালতী মাধবিকা আমাকে এই কথা বলিয়া আর্য্যা অরুন্ধতীর সহ ভোগশৈলে প্রস্থান করিলেন, ইহা কহিয়া হংসমালা বিদায় হইল। শৈশবকালে এক সহবাসে অকৃত্রিম প্রণয়-সঞ্চার হয়। সখিগণের স্থানান্তর গমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রলেখা কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। সখিরা এতক্ষণে কতদূর গেল? পথিমধ্যে স্থানে স্থানে দেবমাতৃ-কায় অবিতথ ভূমিতে গমন করিতে পাদতল ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে বনদেবতাদিগের সহ সাক্ষাৎ হই-বার সম্ভাবনা, আমার কুশলসম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবে? হেমকূট পর্ব্বতে প্রিয়সখী অতসী আছেন যাইবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহাকেও কোন সম্বাদ বলিয়া দেওয়া হইল না। এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে নিদ্রার উদ্রেগ হওয়াতে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। চন্দ্রলেখা তরুমূলে কমলদলশয্যায় শয়ন করিলেন। পুষ্পহংস পারিজাত হরণাবধি কখন মালতীনদীতীরে, পলাশবাটিকায়, চন্দ্র-লেখার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, অতঃপর অপ্সর-তীর্থে কল্পপাদপেরতলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চন্দ্র-

লেখা সুকোমলকমলদলশয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। সেই স্থান বিবিধ লতারাজী বিরাজিত, কুসুমসমাকীর্ণ, চন্দ্রলেখা তদভ্যন্তরে শয়ান ছিলেন দেখিয়া সহসা বোধ হইল কনক লতা কল্পপাদপের আশ্রয় লইতে উঠিতেছে, কিম্বা পাদপ পুঞ্জে নিবিড় নীরদভ্রমে সৌদামিনী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তৎপর ভয়কম্পিত নিঃশব্দপাদসঞ্চারে চন্দ্রলেখার সমীপবর্ত্তী হইয়া, তরল নামক হার তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে রাজমহিষী কল্পপাদপের তলে উপনীত হইলেন। চন্দ্রলেখার নিদ্রাবসান হইল। চন্দ্রলেখা জননীকে সম্মুখে উপস্থিতা দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। দৈবাৎ বক্ষঃস্থলে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, দেখিতে পাইলেন, গলদেশে এক সুবর্ণময় হার সন্নিবেশিত রহিয়াছে, কিন্তু মাতার সমীপে উহা গোপন করিয়া অন্যবিধ আলাপে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া গৃহে গমন করিলেন।

নিদাঘদিনসের শেষভাগে তাপের বিগম। দক্ষিণদিক্ হইতে নিদাঘবিনোদন সন্ধ্যাবিকাশকুসুমসৌরভ ও শীতলস্পর্শ দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইতেছে. লোকেরা নদীকূলে, সরোবরতটে, বিশ্রামগিরিকন্দরমন্দিরে ভ্রমণ করিতেছে, সন্ধ্যাবিকাশকুসুমসৌরভে উপবন আমোদিত

করিতেছে, এই কালে আমি বন্ধুর সহিত গিরিতটে উপবেশন করিয়া আছি, পূর্ব্বদিগে কলানিধি বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া স্বকীয় সুদৃস্ট স্বচ্ছ ছবি বিকাশ করিতেছেন; এই কালে শশিকলার ন্যায়, বিদ্যুৎরেখার ন্যায় দুইটী বিদ্যাধরকন্যা দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। কুসুমশরশরের অলজ্ঘ্যতাবশতঃ বয়স্যের মনে অনির্ব্বচনীয় কন্দর্পানুরাগ উদ্ভাবিত হইল। আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন, সখে! অপ্সরোলোক সুরলোক হইতেও গৌরবান্বিত হইয়াছে; ইহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, পুণ্ডরীকোদ্ভবা মনোরমা সরস্বতী সহ এস্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতেছেন। ফলতঃ সরস্বতী সহ কমলার যে বিসম্বাদ প্রবাদ ছিল, তাহা এক্ষণে অলীক বোধ হইল। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডলে পূর্ব্বরাগের লক্ষণ সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল দেখিয়া রোষ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলাম, অজ্ঞের ন্যায় কি বলিতেছ? যৌবনপ্রভাবে যুবকদিগের চিত্ত অতি নিবিড় হইয়া উঠে; অতএব এই বেলা সতর্ক হও। বন্ধু করুণাবাক্যে কহিলেন, সখে! আমি নিতান্ত অজ্ঞান নহি, আমাকে অন্যরূপ আশঙ্কা করিতেছ বোধ হয় তোমার মনে কোন দুরভিসন্ধি থাকিবে। এই রূপ বলিতে বলিতে কিন্নরবালাদ্বয় আমাদের নিকটে উপস্থিত

হইলেন। আমি ছলক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, খানিক দূর গমন করিয়া ভাবিলাম, অপ্সরোগণ স্বভাবতঃ অতি প্রগল্‌ভস্বভাব ও তরলাশয়, বয়স্যেরও শরীরে যৌবনের সমুদায় লক্ষণ দেখা দিয়াছে ; দৈবের কথা কিছু বলা যায় না, যাহা হউক তাঁহাকে ফিরাইয়া আনি ; ইহা ভাবিয়া ফিরিয়া চলিলাম। কিছু দূর গিয়া সেই কন্যাগণের সহিত বয়স্য যাইতেছেন দেখিয়া, তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলাম। কতকদূর গিয়া অপ্সরদিগের এক গিরিবিশ্রামমন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম ; দেখিলাম, তত্রস্থ তরুলতাগণ কুসুমিত ও পল্লবিত, সহসা দেখিলে বোধ হয় পাদপবধুকুলের সৌন্দর্য্যমঞ্জরী বিকশিত হইয়াছে, হংস ও ময়ূরীগণ সৌধপ্রাঙ্গণে কেলী করিতেছে। অপ্সরোরাজপুত্রী চন্দ্রলেখা, স্বীয় বয়স্যা শশমঞ্জরীর সহ চতুরঙ্গক্রীড়া করিতেছেন, কিন্নরকন্যাগণ বয়স্যের সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রলেখা বন্ধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! এই সকলভুতলরত্নভুত বিধাতার দৈবনির্ম্মাণনির্ম্মিত কুমাররত্ন কে? ইনি কোথা হইতে আসিলেন? ইঁহার মনোহর আকৃতি ও অসামান্য লাবণ্য দেখিয়া বোধ হইতেছে কোন রাজর্ষি হইবেন, বিধাতা বুঝি রতীর দর্পনাশ করিবার জন্য

ইঁহার নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন ; অথবা বসন্ত হইতে
আর এক মনোরম প্রীতিকর বস্তুর সৃষ্টি করিবেন বলিয়া,
ইঁহার নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। একাবলী, চন্দ্র-
লেখার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া, বিনয়নম্রবচনে
চন্দ্রলেখাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, মহাভাগ ! ইনি
আমাদের মহারাজের দুহিতা, ইনি অতি মহাশয়া ও
মহানুভাবা। ইঁহাকে দুরাবস্থা বা অপদস্থরূপা বিবেচনা
করিবেন না, আপনার এস্থানে আগমনে রাজপুত্রী
আপনার নিকট বাধিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে
ভর্তৃদারিকা আপনার পরিচয় জানিতে উৎসুকা হইয়া-
ছেন, পরিচয়দ্বারা ইঁহার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পুল-
কিত করুন। বয়স্য কহিলেন, ভদ্রে ! তোমাদিগের
সুশীলতা ও সরলহৃদয়তা দেখিয়া আমি যথেষ্ট পরিতুষ্ট
হইয়াছি, তোমাদের মধুরালাপেই প্রকাশ পাইতেছে
তোমরা কোন মহৎ বংশসম্ভূতা ; মহানুভাবা ! পাটল
কুসুম হইতে কখন মধু বর্ষণ হয় না। লবণাম্বুধি হইতে
কখন অমৃত সমুৎপন্ন হয় না। আমি গন্ধর্ব্বনগর হইতে
আসিয়াছি ; গন্ধর্ব্বরাজ চন্দ্রহংসের পুত্রের সহ কুন্তল-
দেশীয় রাজদুহিতা কুসুমাঞ্জলীর পরিণয় হইবে, অপ্সরো-
লোকে নিমন্ত্রণ সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। বয়স্য প্রিয়ং-

অভীষ্টলাভে হতাশ হইয়া হুতাশনে বা উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, অথবা এই লজ্জাকর ও নিন্দনীয় কার্য্যে অগ্রসর হইলে লোকে কি বলিবে? অথবা তাঁহার আমার প্রতি অনুরাগ কোথায়?" যদি এই রূপ ভাবনার সকল তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলে বিষম অত্যাহিত ঘটিবে। বয়স্য, প্রজ্জলিত অনলে হস্ত-ক্ষেপ করিয়া ভাল করেন নাই।

তার পর দিন চন্দ্রলেখা মন্দরপর্ব্বতে গমন করিয়া-ছেন শ্রবণ করিয়া বয়স্য একেবারে এক বিষ্টপ্রায় অস্থির হইলেন, এত কষ্ট, এত চেষ্টা সমুদায় নিষ্ফল হইল; এত দিনের পরে কুসুমশরের মনোরথ সফল হইল; ইহাতে যে এত ঘটাইবে তাহা পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারি নাই; লোকেরা অশনিপাতসূচক আড়ম্বরে কম্পিত হয়, বজ্রপাতে আর আমার ভয় কি! এই রূপ বিলাপ ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অতিরিক্ত হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরও বিবেচনা ও বোধশক্তির হ্রাস হয়, দুর্জ্জয় ষড় রিপুও সময় পাইয়া প্রবল হইয়া উঠে, তৎকালে চিত্তকেও আর স্থির রাখা যায় না। শরীর এককালীন চেষ্টারহিত হইল, নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক শূন্যময়

দেখিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে এরূপ আকুল হইয়াছিলেন তৎকালে কি করিতেছেন, কোথায় যাই-তেছেন কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহার বিরূপ দশা দেখিয়া কহিলাম সখে! চল তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছি, তোমার আর এ যন্ত্রণা দেখা যায় না। অতঃ-পর মন্দর পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম।

নিশীথসময়ে মন্দর পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। চন্দ্র-মার অনুদয় জন্য এতক্ষণ দিঙ্মণ্ডল তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, চন্দ্রোদয়ে তিমিররাশি নিরস্ত হইয়া গেল। গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যে পূর্ণশশধর বিরাজিত হও-য়াতে, বোধ হইল যেন রজনী প্রফুল্ল মালিকামালা হস্তে স্বীয় পতিকে বরণ করিতে অগ্রসারিণী হইলেন। ক্রমে ক্রমে নগর নিস্তব্ধ, রাজপথ জনশূন্য, সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। চন্দ্রের ধবলাংশু সম্পর্কে, প্রমোদবনে, পর্ব্বতশিখরে বিরাজিত হইলে স্বভাব বিচিত্র ভাব ধারণ করিল; রাত্রিচর জীবগণ ইতস্ততঃ সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। ফেরুদল রাত্রী পাইয়া প্রান্তরে, গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া মহানন্দে কোলাহল করিতে লাগিল; জ্যোতিরিঙ্গণগণ লতামণ্ডপমধ্যে, বৃক্ষ-গহ্বরে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সহসা দেখিলে

নিক্ষেপ করিতেছে। শিরীষকুসুম নির্মলতার ন্যায় নি-
তান্তশ্রান্ত করিতেছে, অতএব আমাকে চন্দ্রালোক হইতে
কোন নিভৃত প্রদেশে লইয়া চল, শশিকর আমার গাত্র
দগ্ধ করিল। আমি কহিলাম, সখে! এত উৎকলিকাকুল
হইলে কি হইবে বল? বিচলিত চিত্তকে সংযত করাই
এ রোগের প্রতীকার। আমি সুধাকর হইতে সুশীতল
সলিলার্দ্র নলিনীদল আনিয়া সঞ্চালন করিতেছি; আর
মদীয় উপসংহার জলার্দ্র করিয়া দিতেছি, ইহা পরিধান
করিলে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিবে। পুণ্ডরীক কহি-
লেন, সখে! অবিরতই অঙ্গারের ন্যায় শীতল করিতে
পারে নাই, সলিলার্দ্র নলিনীদল বাতাসে কন্দর্পকে
দীপিত করিয়া দেওয়া হইবেক। যদি আমাকে জীবিত
রাখিতে চাও, সত্বর এস্থান হইতে লইয়া চল। কুসুমরেণু
গাত্রে পতিত হইতেছে, বোধ হইতেছে কন্দর্প গাত্রে
শর নিক্ষেপ করিতেছে। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার
কলেবর কন্দর্পের উৎপাতে এরূপ জর্জরিত হইয়াছিল যে
খড়্গাঘাতের ন্যায় পুণ্ডরীক বর্জন, অগ্নিদাহের ন্যায় কিশ-
লয়ে, বিষপ্রহারের ন্যায় চন্দনবিলেপন, উত্তপ্ত লৌহের
ন্যায় চন্দ্রের নির্মল কিরণ বোধ হইতে লাগিল। আমি
কহিলাম, সখে! ঐ উটজগৃহে যাইলে চন্দ্রের আলোক

লতাবিতানে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, ঐ স্থান তোমার প্রীতি-
কর হইবে। পুষ্পহংস কহিলেন, সখে! বালুকায় পদ-
নিক্ষেপ করিতে শঙ্কা হইতেছে। আমি কহিলাম, কি
শঙ্কা বল? বয়স্য কহিলেন, সখে! বোধ হইতেছে উহা
রেণুকা নয়, কন্দর্পের দর্পনাশ ভস্মরাশি বিকীর্ণ রহি-
য়াছে। দগ্ধ মদন প্রচ্ছন্নভাবে সেই অনলে আমাকে
তাপিত করিবে, আমি যাইতে পারিব না। আমি কহি-
লাম, সখে! এখনও তুমি অনলে আশঙ্কা করিতেছ, দগ্ধ
মদন এখনও দগ্ধ করিতে কি বাকি রাখিয়াছে? এই
বলিয়া তথা হইতে গৃহে চলিলাম।

এই অবসরে চন্দ্রলেখার সহচরী একাবলী শয্যা
হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। গবাক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন
পূর্ব্বক নন্দনবনের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে নিশীথ-
প্রভাবে দূর হইতে এক বস্তুতে অন্যরূপ দেখিতে লা-
গিলেন, অর্থাৎ বিকশিত কমল বন, নভোমণ্ডল বলিয়া,
নগরীর সরোবর স্ফাটিকপ্রাঙ্গণ বলিয়া, নন্দনবন নিবিড়
বলাহকশ্রেণীর ন্যায়, দূরবর্ত্তী নভোভাগ সরোবর বলিয়া,
তারাবলী মুক্তামালার প্রতিবিম্ব, নবপল্লবিকা ভুজঙ্গ-
লতা বলিয়া, সৈকতরেখা [illegible] শ্রেণী বলিয়া,
ভ্রম জন্মিল। একাবলী গবাক্ষদ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক চন্দ্র-

দিকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, ইঃ! এখনও অনেক রাত্রি আছে। বন নীরব। লোকালয় নিস্তব্ধ। রাজপথ জনতাশূন্য। পুরবাসীগণ নিদ্রায় অচেতন। নিশাচরগণ রাত্রি পাইয়া আনন্দমনে নন্দনবনে, নদীকূলে বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রের উজ্জ্বল প্রতিভায় সরোবর ও লতামণ্ডপ বিভাত হইয়া অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষের ফাঁক দিয়া চন্দ্রালোক তরুতলে স্থানে স্থানে পতিত হওয়াতে, বোধ হইতেছে মেদিনীগর্ভ হইতে এক কালেই শত শত চন্দ্রমণ্ডল উদয় হইয়াছে। অথবা আকাশমণ্ডলে যে "কুসুমরাশি" বিকশিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহার কিয়দংশ ভূতলে পতিত হইয়াছে। আহা! এই সরোবরের চতুর্দ্দিকে বনপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ইহাদের কোমলগাত্রে চন্দ্রের আলোকস্পর্শে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না, কিন্তু সখীর প্রাণ দগ্ধ করিল। এতরপদার্থ এমনি পক্ষপাতের মূল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আহা অসংখ্য তারাবলীকর্ত্তৃক সমাবেষ্টিত হওয়াতে চন্দ্রমার কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! বোধ হইতেছে যে, দেবাঙ্গনারা শশধরকে বিরহতাপের পরিচয় দিবার নিমিত্ত, আকাশপথে তাঁহার গতিরোধ করিয়াছেন।

করিয়া কি বিসদৃশ কার্য্যই করিতেছে। কি সুকোমল শিরীষকুসুমমঞ্জরী, কি পুণ্ডরীকরাশি, কি কোমলাশ্রয় যুবতীজনের যৌবনসম্পত্তি, কালের বৈগুণ্য দোষে সকলই বিনষ্ট হয়। গভীর রাত্রিকাল, নগরের যাবতীয় লোক নিদ্রায় অচেতন। এ সময়ে কোন্ কুলবালা বিরহবিধুরা আমার ন্যায় অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইতেছে? যাহা হউক, দেখিতে হইল, এই বলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রলেখা বাষ্পবারিপরিপ্লুতলোচনে রোদন করিতেছেন। শ্রমস্বেদশীকরবিন্দু বিন্দু বিন্দু গাত্র দিয়া বিগলিত হইতেছে, বোধ হইল যেন রাজবালা সামান্য মুক্তামালার সহিত গজমতীহার পরিয়াছেন, আর তাঁহার লাবণ্যে চন্দ্র তারাবলী নন্দনবন সহ বিজিত হইতেছে। চন্দ্রলেখার চন্দনবিলেপিত বক্ষঃস্থলে চন্দ্রালোকে প্রফুল্ল মল্লিকামালা প্রকাশিত হইলে মদন আমাকে কহিলেন, এই কামিনীর কলেবর হিমশীকরে রসাক্ত হইয়া রজতপর্ব্বতের ন্যায় কমনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে, তদুপরি মল্লিকামালা ত্রিদশতরঙ্গিণীনীরে ধবল কমল দল প্রায় কান্তিবিকাশ করিতেছে।

অনন্তর একাবলী কত বুঝাইতে লাগিলেন। চন্দ্রলেখা একাবলীর প্রতি বিরক্ত হইয়া প্রমোদ বনে প্রবেশ করি-

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮১	১৮	তোমাকে	সখীকে
৮৩	২০	গোপানে	গোপনে
৮৪	[illegible]	ক্ষিরোদ	ক্ষীরোদ
৮৮	১৮	কুকুভ	ককুভ
৯১	৩	এই কালে আসিতেছেন	দেখিতে পাইলেন